বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

মুদ্রণঃ
আর. জে. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৭৬/এ, নয়াপল্টন (মসজিদ গলি), ঢাকা-১০০০

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

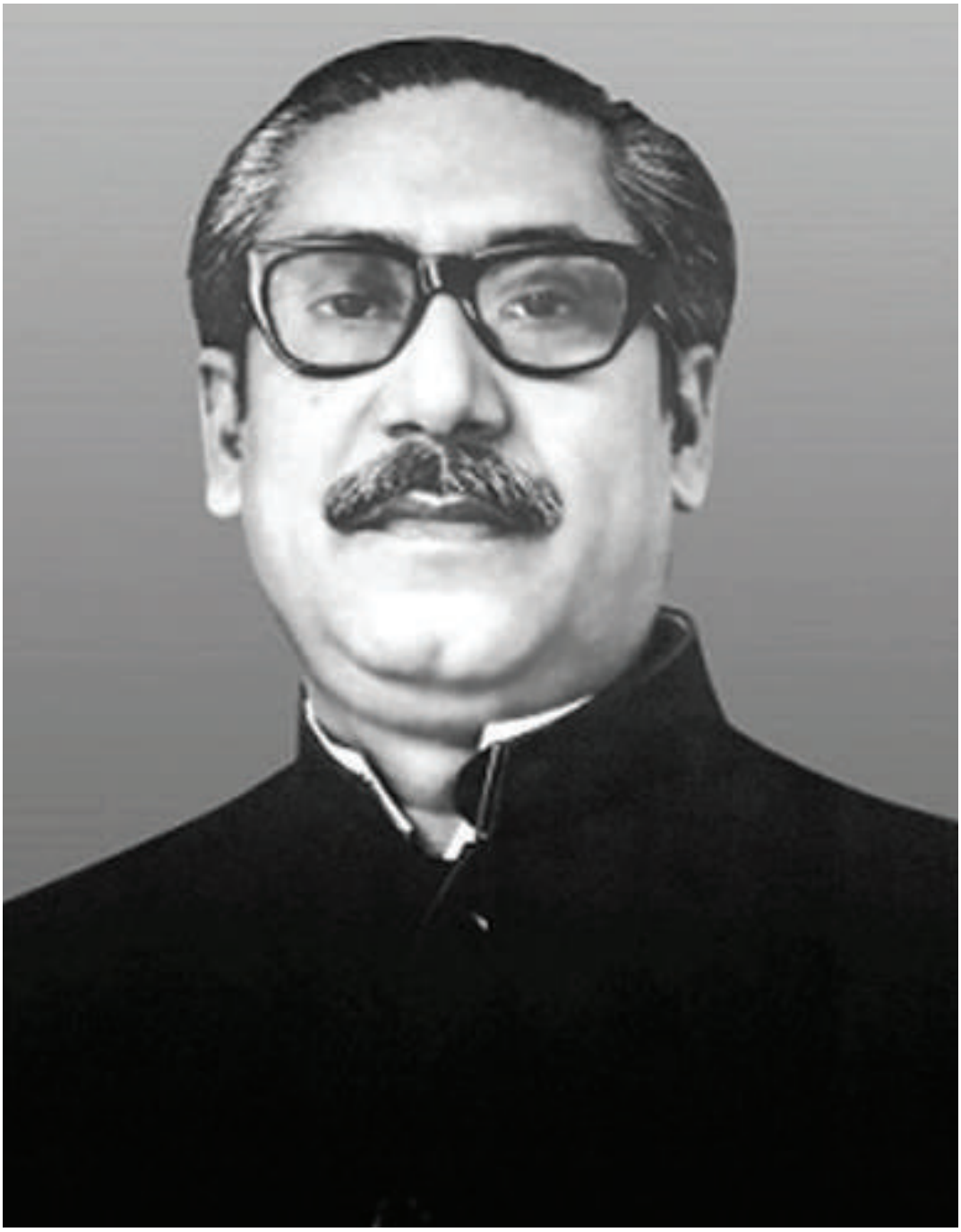

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	VII
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ	IX
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন	XI
	প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XIII
	বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ	XV
	শুরু থেকে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	XIX
অধ্যায় ১	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা**	০১
১.১	তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট	০২
১.২	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	০৩
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
অধ্যায় ২	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কার্যক্রম**	০৫
২.১	২০২৩ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কার্যক্রম	০৬
২.২	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	০৯
২.৩	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	১৮
২.৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	১৮
২.৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৮
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণ	২০
২.৭	অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন	২০
অধ্যায় ৩	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	২১
৩.১	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২২
৩.২	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের কার্যক্রম	৩১
অধ্যায় ৪	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন**	৪৭
অধ্যায় ৫	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	৫৫
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৫৬
৫.২	যাচিত তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিবরণ	৫৮
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৫৯
৫.৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৫৯
৫.৫	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি	৬০
৫.৬	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহের বিভাগওয়ারী বিভাজন	৬১
৫.৭	সর্বাধিক আবেদন নিষ্পত্তিকৃত ১০টি জেলার তথ্য	৬২
৫.৮	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	৬৩
৫.৯	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৬৩

৫.৯.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৪
৫.৯.২	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৪
৫.৯.৩	এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৬৫
৫.১০	তথ্য কমিশন বাংলাদেশে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬৬
৫.১১	তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)	৬৬
৫.১১ (ক)	২০২৩ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ	৬৯
৫.১১ (খ)	মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ	৭২
৫.১১ (গ)	কমিশনে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	৭৩
৫.১২	শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৭৬
৫.১২ (ক)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ	৭৭
৫.১২ (খ)	শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল	৭৮
৫.১৩	তথ্য কমিশন বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৭৯
৫.১৪	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক অভিযোগ শুনানী করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৭৯
৫.১৫	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ: উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ	৮০
৫.১৬ (ক)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ	৯৫
৫.১৬ (খ)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সুপারিশসমূহ	৯৬
	পরিশিষ্ট	৯৯
ক.	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কিত গৃহীত প্রচার কার্যক্রমসমূহ	১০০
খ.	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো	১০২
গ.	তথ্য কমিশন বাংলাদেশে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা	১০৩

ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সমাজের অনগ্রসর, সবল-দূর্বলসহ সকল শ্রেণি ও পেশার নাগরিকের জন্য তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের পথ সুগম হয়েছে। ২০০৯ এর আগে সরকারি বা অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম, আদেশ-নিষেধ, সিদ্ধান্ত জানার ক্ষেত্রে গেজেট, নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ব্যতীত তথ্য জানার কোন পথ-ঘাট, দরজা, জানালা খোলা ছিল না। গেজেটের মাধ্যমে স্বল্প কিছু আদেশ সম্বলিত তথ্য জানানো হতো যা জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করছিল না, ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব। আর এটাই ছিল সরকারি তথ্য প্রদানের একমাত্র দায়িত্ব পালনের অংশ। এছাড়া সামরিক শাসন আমলসমূহে "প্রেস নোট" জাতীয় সরকারি হুকুম-আজ্ঞার মাধ্যমে ভয়-ত্রাস সৃষ্টি ছিল তথ্য প্রদানের রীতি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য গোপনের এবং তথ্য প্রদানে বাঁধা সৃষ্টির সংস্কৃতি ভেঙ্গে দিয়ে অবাধ ও মুক্ত তথ্য প্রবাহের এই আইন জনগণের জন্য উপহার দিয়েছেন। মানব উন্নয়নে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার পর এখন "স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

জনগণ তথ্য অধিকার আইনের সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য কমিশন জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে দেশের সমস্ত শ্রেণি-পেশার মানুষকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা তথ্য কমিশন থেকে জনগণকে বিষয়টি জানানোর কাজে সহায়তা করি যা আরো বিস্তৃতভাবে করতে চাই।

বিশুদ্ধ ও প্রকৃত তথ্য জনগণের অধিকার। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকল্পে সঠিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক মাধ্যমের অপতথ্য, মিথ্যা-বানোয়াট, ঘৃণা-বিদ্বেষ উদ্রেককারী তথ্য এবং গুজব জনমনে ভীতি-শঙ্কা সৃষ্টি করে এবং সমাজে হিংসা- হানাহানি বাড়ায় যা প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে নির্মূল করা সম্ভব।

তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সবসময় সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকারের ভূমিকা অপরিসীম। প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বপ্রণোদিত তথ্য, দৈনন্দিন হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নিশ্চিত করা আবশ্যক। তথ্য কমিশন সেটা নিশ্চিত করার কাজটিই করছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর ১৫ তম "বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩" প্রকাশ করা হলো।

ডক্টর আবদুল মালেক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পেশ

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এর নিকট ঢাকায় বঙ্গভবনে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ পেশ করেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। এসময় তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক, তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি এবং কমিশন সচিব জনাব জুবাইদা নাসরীন উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ তথ্য কমিশন বাংলাদেশের নবনির্মিত 'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন করেন।

'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৩ তলা এই ভবন উদ্বোধন করেন তিনি। ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, সাবেক তিন প্রধান তথ্য কমিশনার, দুই তথ্য কমিশনার, কমিশন সচিব জুবাইদা নাসরীনসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ।

প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

ডক্টর আবদুল মালেক
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ডক্টর আবদুল মালেক ২০২৩ সালের ২২ মার্চ যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

শহীদুল আলম ঝিনুক
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

মাসুদা ভাট্টি
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মাসুদা ভাট্টি ২০২৩ সালের ০৩ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

সার-সংক্ষেপ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে সরকার তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী দেশের সকল কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস, জেলা পর্যায়ের অফিস, উপজেলা পর্যায়ের অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ তৈরি করা হয়েছে।

সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের নিয়মিত কর্মসূচি, অর্জিত সাফল্যসমূহ, এতদসংক্রান্ত সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রভৃতি এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড জানতে পারছেন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কমিশনের সুপারিশও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা তথ্য কমিশন বাংলাদশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কিভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশন বাংলাদশের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা- বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য

অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন প্রেরণ করা হয়।

এ আইনের আওতায় জনগণকে তথ্য প্রদানে প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন, যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত তথ্য, নির্ধারিত মূল্য গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সে ক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে এ আইনে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে অভিযোগ দায়েরের বিধান রয়েছে।

সারা দেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে । ২০২৩ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ১,৫৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেশের ০২ টি জেলায় মোট ১২০ জন এবং ১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩ সালে সর্বমোট ২,২২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ০১ জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কমিশন ০১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা করেছে।

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। উক্ত দিবস উপলক্ষে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করে। তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। "তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব" প্রতিপাদ্য এবং "ইন্টারনেটে তথ্য পেলে, জনগণের শান্তি মেলে" স্লোগান নিয়ে এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করে। জেলা পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সকল সদস্য এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল সংস্থার সমন্বয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারের ০১টি প্রবন্ধ সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশব্যাপী পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার, জাতীয় ওয়েবপোর্টালে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান ও তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

০১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৭৪৭টি। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৮,৭৪৭টি আবেদনের মধ্যে ৭,৯৫০টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯০.৮৯% । অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৭৭১টি যা মোট আবেদনের ৮.৮১% । উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শেষে ২৬টি অর্থাৎ ০.৩০%তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৫০টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৪২টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৮টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুনানী গ্রহণ, সমন জারী এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। দেওয়ানী আদালতের মত এ আইনে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোনো বিষয় হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিতে পারেন। তথ্য প্রদানে বিলম্ব বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদানের দায়ে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা আরোপ, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারেন।

১ জানুয়ারী, ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৬৮৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০২৩ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা ৩২৪টি যা মোট অভিযোগের ৪৭.২৩%। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করা হয় ২৩০টি এবং সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে ১৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তাছাড়াও ৭৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে ।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগের মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ৩১৯ জন এবং নারী অভিযোগকারী ৫ জন। ২০২৩ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় অভিযোগ দায়েরকারীর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সাধারণ ক্যাটাগরি (১৯৮টি)। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সাংবাদিক (১২০টি)। এছাড়া শিক্ষক ০২ টি ও অন্যান্য পেশাজীবী ০৪ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

২০২৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ৩৬২টি অভিযোগ শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। যেসকল কারণে তথ্য কমিশন অভিযোগ আমলে নিতে পারেনি তা হলো- তথ্য কমিশনে যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এমন অভিযোগের সংখ্যা ৮০টি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য / জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এমন অভিযোগের সংখ্যা হলো ৪২টি, যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৩৪টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়া / সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়/পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়/ ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায় ২৯টি অভিযোগ, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় ২০টি অভিযোগ, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় এমন ১৯টি অভিযোগ, যাচিত তথ্যে সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয় এমন ১২টি অভিযোগ এবং যাচিত বিষয় আদালতের মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ১১টি অভিযোগ তথ্য কমিশন আমলে না নিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়াও সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন না থাকায়, নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার না করায়, অভিযোগের সাথে আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়, তথ্য প্রাপ্তি এবং আপীল উভয়েরই আবেদন না থাকায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা মোতাবেক হওয়ায়, ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন না করায়, আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হওয়ায়, যাচিত বিষয়ে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায়, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অস্পষ্ট ও পাঠের অযোগ্য হওয়ায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত অপারগতার নোটিশ ও আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বিবেচিত হওয়ায় উপরোক্ত কারণে অভিযোগকারীগণকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এবং ধারা ২৭ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৯৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে ১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন তথা জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের একটি বড় অংশের সচেতনতার অভাব, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে এ সময়ে চিহ্নিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তথা জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য অংশ তথা- বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

শুরু থেকে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাস, জারীকরণ ও তথ্য কমিশন গঠন: জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে উক্ত আইনে সদয় সম্মতি প্রদান করেন এবং ০৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় এবং উক্ত তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

০২। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন: তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। কমিশনে বর্তমানে ৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১৩ (তের) জন নারী। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৩। তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা: ০১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৭৪৭ টি। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৮,৭৪৭ টি আবেদনের মধ্যে ৭,৯৫০ টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। যা মোট আবেদনের ৯০.৮৯%। সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ১,৫৬,৬৬৫ টি।

০৪। তথ্য কমিশন বাংলাদেশে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ: ২০২৩ সালে তথ্য কমিশনে মোট ৬৮৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২৪টি অভিযোগের (মোট অভিযোগের ৪৭.২৩%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২৩ সালে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে ২৩০টি এবং সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে ১৭টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫,৮০৪টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ৩,২৩৩টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩,১৫৬টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ৭৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

০৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ আইনটি পাস হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে, জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় এবং উপজেলা পর্যায়ে সকল উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৭,৪৪৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও দেশের সকল বিভাগ ও জেলার সাথে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,৯২৩ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

০৬। তথ্য প্রদান না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত আভিযোগের শুনানীঅন্তে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৯৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে ১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

০৭। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ, তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার গৃহীত প্রচারণামূলক কার্যক্রমসমূহ: তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কিত গৃহীত প্রচার কার্যক্রমসমূহ পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত হল।

০৮। আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ ও কমিটিসমূহ: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি
খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

০৯। 'তথ্য কমিশন ভবন' উদ্বোধন: ২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭/ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে ৭১,৬৭,০৯,০০০/- (একাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার টাকা) ব্যয়ে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমান তথ্য কমিশন ভবন, এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ তথ্য কমিশন বাংলাদেশের নবনির্মিত 'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন করেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ১৩ তলা এই ভবন উদ্বোধন করেন তিনি। ভবনটি নির্মাণের ফলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ সুন্দর ও মনোরম কর্ম পরিবেশে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে পারবে।

১০। আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। "তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব" প্রতিপাদ্য এবং "ইন্টারনেটে তথ্য পেলে, জনগণের শান্তি মেলে" স্লোগান নিয়ে এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশব্যাপী পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার, জাতীয় ওয়েবপোর্টালে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান ও তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

১১। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু: তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে a2i এর সহায়তায়। এ উদ্যোগটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহারের পথ সুগম করবে।

১২। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন, ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা সভা ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১৩। ICIC এর কার্যনির্বাহী এক্সিকিউটিভ কমিটিতে সদস্য: ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ইনফরমেশন কমিশনারস (ICIC) এর ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের প্রথম এবং একমাত্র দেশ হিসেবে সদস্য পদ লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য বড় অর্জন এবং গর্বের বিষয়। সদস্য পদের মেয়াদ আগামী তিন বছর। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ১৪ তম ICIC সম্মেলনে ২১ জুন ২০২৩ তারিখ বিশ্বের ৮৩ টি সদস্যের ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

১৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/MOC স্বাক্ষর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/MOC স্বাক্ষর করে।

১৫। বাজেট: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বাজেট ছিল ৯,২৯,০০,০০০/- (নয় কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ) টাকা। ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২,৩৩,১২,০০০/-(দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ বারো হাজার) টাকা।

“চাইলে তথ্য জনগণ
দিতে বাধ্য প্রশাসন”

অধ্যায়-১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

১.১ তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট

১৭৬৬ সালে সুইডেনে আইন পাশের মধ্য দিয়ে সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিকভাবে নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র (UDHR) –এর ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যেকোন মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"। বর্তমানে বিশ্বের ১৩৭ টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন " আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়"। এই ভাষণের সূত্র ধরে পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর সপ্তম অনুচ্ছেদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" উল্লেখ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে- 'চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে'। আর তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার মতামত নিয়ে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখ 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর চর্চা শুরু করে।

১.২ তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোরে ভাড়া ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়।

২০১০ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭/ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে ৭১,৬৭,০৯,০০০/- (একাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ নয় হাজার টাকা) ব্যয়ে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ তথ্য কমিশন বাংলাদেশের নবনির্মিত 'তথ্য কমিশন ভবন' এর শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর নবনির্মিত ভবন

ভবনের বৈশিষ্টসমূহ

- ৭৮৬৬.৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস।
- আরটিআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং এয়ারকন্ডিশন রিসোর্স রুম।
- ৩০০ আসন বিশিষ্ট এয়ারকন্ডিশন অডিটরিয়াম।
- একুইস্টিক মাল্টিপারপাস হল ও এজলাস/কোর্ট রুম।
- প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি।
- আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধাদি।
- এসি এবং ফোসর্ড ভ্যান্টিলেশন।
- ১২৫০ কেজি, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কারলিফ্ট সুবিধা।
- কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
- ১২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
- নিজস্ব পাম্পহাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল।
- দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।
- ভবনের চতুর্দিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। কমিশনে বর্তমানে ৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১৩ (তের) জন নারী। বর্তমানে শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'খ'** এবং বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ, তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত জনবল তালিকা **পরিশিষ্ট 'গ'** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। ডিজিটাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনঅবহিতকরণ সভা করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট জনবল প্রয়োজন হওয়ায় তথ্য কমিশনের টিও এন্ড ই সংশোধনসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশন পর্যায়ে গ্রহণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব ইনফরমেশন কমিশনারস (ICIC) এর এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় ১৪ তম ICIC সম্মেলনে ২১ জুন ২০২৩ তারিখ বিশ্বের ৮৩ টি সদস্যের ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয় যার মেয়াদ হবে আগামী তিন বছর ।

অধ্যায়-২

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরী করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২.১ ২০২৩ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর বিভিন্ন কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে হ্রাস পাবে দুর্নীতি এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন। এরুপ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্ব-প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন প্রেরণ করা হয়।

২.১.১ "তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার" শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা

"তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার" শীর্ষক এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা ১২ নভেম্বর ২০২৩ রবিবার আগারগাঁও তথ্য কমিশন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে সিনিয়র সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে এ আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

"তথ্য অধিকার আইন ও মানবাধিকার" শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

কর্মশালায় প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের যে অধিকার দিয়েছেন তারই অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করেন। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সুফল বয়ে আনবে। সরকারি অফিস/ দপ্তর/ সংস্থার পাশাপাশি বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওসমূহের যাবতীয় তথ্যাদি সহজলভ্য ও সর্বজনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা দরকার। জনগণের প্রত্যাশা পূরণকল্পে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম অত্যাবশ্যক।

প্রধান তথ্য কমিশনার আরো বলেন, সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ ও সর্বনিম্ন গোপনীয়তা- এটাই হোক প্রাতিষ্ঠানিক মন্ত্র। বিশুদ্ধ ও প্রকৃত তথ্য জানার অধিকার সমাজের তথা জনগণের রয়েছে, অন্যদিকে বিকৃত তথ্য, মিথ্যাচার, বিদ্বেষ ও ঘৃণাপ্রসূত তথ্য প্রচার এবং গুজব রটনা ইত্যাদি সমাজদেহের জন্য ক্ষতিকর। তথ্য অধিকার আইনের সফল ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে হবে।

তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি বলেন, তথ্য মাত্রেই মানুষের অধিকার এবং সেটা মানবাধিকার বলেই স্বীকৃত। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তথ্যপ্রাপ্তিকে মানবাধিকারের স্বীকৃতি এ কারণেই দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। বাংলাদেশে তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে মানবাধিকার সুরক্ষার কাজটিই করে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক জনাব শামীম রেজা তথ্য অধিকার নিয়ে গবেষণা করার জন্য এনজিওসমূহকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ভূমি, সামাজিক সুরক্ষা, পাসপোর্ট, এনআইডি, জন্ম নিবন্ধন প্রভৃতি বিষয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক জনাব নঈম নিজাম বলেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে জনগণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। সাংবাদিকরা এই আইন ব্যবহার করে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব শ্যামল দত্ত বলেন, নতুন সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক, তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব জুবাইদা নাসরীন, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর মহাপরিচালক জনাব জাফর ওয়াজেদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব শ্যামল দত্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক জনাব নঈম নিজাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক জনাব শামীম রেজা, একাত্তর টেলিভিশনের হেড অব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জনাব ফারজানা মিথিলা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ মিনহাজ উদ্দীন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জনকূটনীতি) জনাব সোহেলী সাবরীন, বিএনএনআরসির সিইও জনাব এ এইচ এম বজলুর রহমান, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

২.১.২ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

(ক) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন

তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটিগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কমিটিগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়াও প্রতিটি কমিটি নির্ধারিত সময় পর পর কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করে থাকেন।

(খ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন"- বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফ.এম. বেতারে "তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

(গ) তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: জনঅবহিতকরণ সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আন্তজার্তিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।

২.১.৩ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি, ২০১৮ সালে ৭৩২ টি এবং ২০১৯ সালে ৬২৮টি, ২০২০ সালে ২৯০ টি, ২০২১ সালে ৪৬৩ টি, ২০২২ সালে ৭৯১ টি এবং ২০২৩ সালে ৬৮৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে প্রতিমাসে অভিযোগের শুনানী করে নিষ্পত্তি করা হয়।

২.২ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে জনঅবহিতকরণ সভা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায়, ২০১৬ সালে ১৬টি জেলার ১০২টি উপজেলায়, ২০১৭ সালে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায়, ২০১৮ সালে ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায়, ২০১৯ সালে ১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায়, ২০২০ সালে ০২টি জেলার ০৯ টি উপজেলায়, ২০২১ সালে ০৫টি জেলার ২৯ টি উপজেলায়, ২০২২ সালে ১১ টি জেলার ৭০ টি উপজেলায় এবং ২০২৩ সালের ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ০১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে যেসকল জেলার উপজেলাতে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	সিলেট	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, লাখাই, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, বাহুবল, মাধবপুর

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় হবিগঞ্জ জেলায় জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় জেলা প্রশাসক জনাব ইশরাত জাহান এর সভাপতিত্বে জেলার পুলিশ সুপার, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

০৮ জুন ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় মাধবপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলার অফিসার ইন চার্জ, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সদস্যগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

০৮ জুন ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় পটুয়াখালী জেলায় জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-এর সভাপতিত্বে পটুয়াখালী জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম,বিপিএম,পিপিএম, পটুয়াখালী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জনাব হাফিজুর রহমান, মেয়র জনাব মহিউদ্দিন আহমেদসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধিসহ সকল শ্রেণী পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় মাদারীপুর জেলায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণের সাথে মতবিনিময় সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার বিভাগ, মাদারীপুর। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩**

উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬৪ টি জেলার সকল উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৬০৮ টি জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা প্রচার শীর্ষক সেমিনার ২৬-১২-২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় ভেটেরিনারী এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সাইন্সেস অনুষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সুজন চন্দ্র সরকারের সঞ্চালনায় আইকিউএসির পরিচালক প্রফেসর ড. পিযুষ কান্তি সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিকৃবি তথ্য অধিকার কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. ছফি উল্ল্যাহ ভূইয়া। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডাঃ মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

খ. প্রশিক্ষণ: ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের ০১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অফিস প্রধানগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় কমবেশী ৬০ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০২৩ সালে যে সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	সিলেট	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ, লাখাই, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, বাহুবল, মাধবপুর

হবিগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। হবিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব ইশরাত জাহান এর সভাপতিত্বে জেলার পুলিশ সুপার, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

০৮ জুন ২০২৩

পটুয়াখালী জেলায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। পটুয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নূর কুতুবুল আলম-এর সভাপতিত্বে পটুয়াখালী জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম,বিপিএম,পিপিএম, পটুয়াখালী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জনাব হাফিজুর রহমান, মেয়র জনাব মহিউদ্দিন আহমেদসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২,৭৩২ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী সংযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
২০১৭	৫৭	০০	৫৭
২০১৮	১৭০৯২	৪১	১৭১৩৩
২০১৯	৮৯০	৫	৮৯৫
২০২০	৯৯	৩	১০২
২০২১	১৮০	৮	১৮৮
২০২২	১৩৫	১৭	১৫২
২০২৩	১০২	০০	১০২
সর্বমোট সংখ্যা	৩৫৭৯৯ জন	৬৯৩৩ জন	৪২৭৩২ জন

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন বাংলাদেশ	ফোন: ০২-৪১০২৫৪০৯ মোবাইল: ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইল: doinfocom@gmail.com
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন বাংলাদেশ	ফোন: ০২-৪১০২৫৪১০ মোবাইল: ০১৭১৮৭৮৩৫৮৮ ই-মেইল: ad.admin@infocom.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ (RTI) এর নাম ও পদবী	জনাব জুবাইদা নাসরীন সচিব তথ্য কমিশন বাংলাদেশ	ফোন: ০২-৪১০২৪৬২৫ ফ্যাক্স: ০২-৯১১০৬৩৮ ই-মেইল: secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০২৩ সালে মোট ১৩ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ১২ টি। একটি আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী ফটোকপির (হার্ডকপি) মাধ্যমে তথ্য চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তথ্যমূল্য পরিশোধ না করায় তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। অন্যান্য আবেদনকারীগণ ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য চেয়েছেন এবং তাদের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ইমেইলের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করায় কোন তথ্যমূল্য আদায় করা হয়নি।

২.৩ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বরঃ তথ্যে অভিগমন ফি-১৪২২৩০৮

২.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন ২০১০ সাল থেকে সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। তথ্য কমিশন ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন ও ২০১৮ সালে ৪,৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সালের ৭,৭৫৭ জন, ২০২০ সালে ১,১৭০ জন ২০২১ সালে ৩,০৮৫ জন, ২০২২ সালে ৫,০০২ জন এবং ২০২৩ সালে ২,২২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থার ১,৫৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে দেশের ০২ টি জেলায় মোট ১২০ জন এবং ১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, কতিপয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তাদের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বিশেষত বিপিএটিসি, আরপিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড, বিসিএস প্রশিক্ষণ একাডেমি, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেইনিং স্কুল, এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং কমিশনের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২.৫ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৯৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৬৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা , মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক, ঢাকা রিপোটার্স ইউনিট, সাব এডিটরস, এবং পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল সহ মোট ৪২৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৭৬০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ২৬১৩ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অর্ন্তভুক্ত ছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, সাব ইন্সপেক্টরগণ (ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট। ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫৯২০ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অর্ন্তভুক্ত ছিলো পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাপেক্স, আইএমইডি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ওয়াইজেএফবি সাংবাদিক এবং নারী সাংবাদিক। ২০১৭ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৮৮২০ জন। ২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার

সংখ্যা ছিলো ৪৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭৭৫৭ জন। ২০২০ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ১১৭০ জন। ২০২১ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৩০৮৫ জন। ২০২২ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫,০০২ জন। ২০২৩ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ২,২২৫ জন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), বিসিএস এডমিন একাডেমি, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কমিশনার মহোদয়গণ ও তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২০২৩ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো

বিভাগের নাম	জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
সিলেট	হবিগঞ্জ	৬০ জন	শায়েস্তাগঞ্জ	৫৪ জন	৫১৮ জন
			আজমিরীগঞ্জ	৫৮ জন	
			নবীগঞ্জ	৬০ জন	
			লাখাই	৬০ জন	
			চুনারুঘাট	৫৬ জন	
			হবিগঞ্জ সদর	৫৮ জন	
			বানিয়াচং	৫৯ জন	
			বাহুবল	৫৫ জন	
			মাধবপুর	৫৮ জন	
বরিশাল	পটুয়াখালী	৬০ জন	-	-	-

২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৭,৪৪৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,৯২৩ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৬,২৩২ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

সাল	মোট প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	জেলা	উপজেলা
২০২৩	২,২২৫ জন	১৫৮৭ জন	০২ টি জেলার জেলা পর্যায়ে ১২০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	০১ টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় ৫১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণ

সাল	বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	১৫২ জন
২০১১	২০৯৪ জন
২০১২	২০৬৭ জন
২০১৩	৪২৮৭ জন
২০১৪	৭৬০১ জন
২০১৫	২৬১৩ জন
২০১৬	৫৯২০ জন
২০১৭	৮৮২০ জন
২০১৮	৪৬৫৬ জন
২০১৯	৭৭৫৭ জন
২০২০	১১৭০ জন
২০২১	৩০৮৫ জন
২০২২	৫০০২ জন
২০২৩	২২২৫ জন
সর্বমোট	৫৭৪৪৯ জন

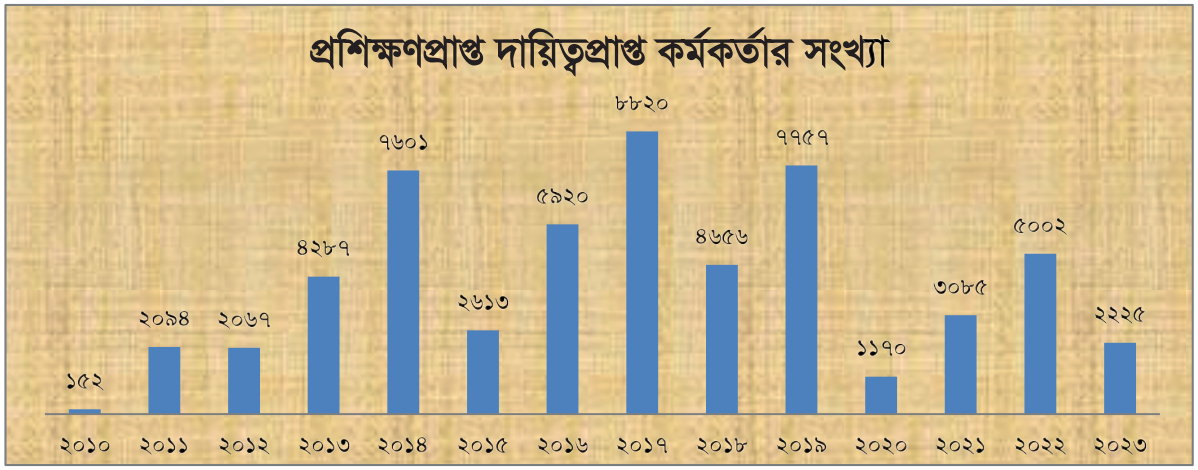

মোট প্রশিক্ষণকৃত **৫৭৪৪৯** জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে **১৫২** জন, ২০১১ সালে ২০৯৪ জন, ২০১২ সালে ২০৬৭ জন, ২০১৩ সালে ৪২৮৭ জন, ২০১৪ সালে ৭৬০১ জন, ২০১৫ সালে ২৬১৩ জন, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮৮২০ জন , ২০১৮ সালে ৪৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭৭৫৭ জন, ২০২০ সালে **১১৭০** জন, ২০২১ সালে ৩০৮৫ জন, ২০২২ সালে ৫০০২ জন এবং ২০২৩ সালে ২২২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা উপর্যুক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

২.৭ অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন

২০১৯ সালে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম পরীক্ষামূলক চালু করা হয়। বর্তমানে a2i নির্মিত myGov platform এর মাধ্যমে অনলাইনে তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্লাটফর্মটির লিংক: https://www.mygov.bd/

অধ্যায়-৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

সংবিধানে বর্ণিত অন্যতম মৌলিক অধিকার-চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ন এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার গৃহীত সেবা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জনগণের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণে এবং এগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ২। বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়োগানুমতি পত্র জনগণের অবহিতকরণের জন্য নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৫। সচিবালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী নথির শ্রেণীকরণ করা হয়েছে।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১। সাংগঠনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ফোন নম্বর, ই-মেইল এবং হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮ প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থাকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাসময়ে নিষ্পত্তি এবং তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। ৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা। ২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার পর তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ৩। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

	৪। ওয়েবসাইটে আপীল কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি হালনাগাদ রাখা হয়েছে।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অংশীজনের সমন্বয়ে সভার আয়োজন। ২। সেবা বক্স হালনাগাদকরণ। ৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন। ৪। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি। ২। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের জন্য সুধীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য নির্দিষ্ট সেবা বক্সে নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসাবে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে আলোচনা সভার আয়োজন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তথ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৫। অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বক্স মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত আছে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুত ও হালনাগাদ করে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট সংরক্ষিত আছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২০২৩ সালে ০২(দুইটি) প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
খাদ্য মন্ত্রণালয়	১। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের হালনাগাদকৃত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ৩। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

	৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৪। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে। ৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার প্রকাশিত রয়েছে। ৬। অভিযোগ প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত রয়েছে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। যাবতীয় তথ্যের ইনডেক্স ও ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয়েছে।
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক একটি স্টেকহোল্ডার কনসালটেশনে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কিত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৩। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিবিধান, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ০৯ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১। তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক ১ম স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	১। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ও ফরম বিটিভির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.btv.gov.bd এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। বিটিভির সিটিজেন চার্টার নিজস্ব ওয়েবসাইট www.btv.gov.bd এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। বিশেষ বিশেষ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বিটিভির সংবাদে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তথ্য পাওয়া আপনার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার- তথ্য এখন সবার, তথ্য অধিকার- জনগণের অধিকার, হেল্প লাইন ১০৯২১ ও বয়স্ক ভাতা (তথ্য অধিকার) ইত্যাদি শিরোনামে টিভি স্পট/ফিলার নিয়মিত প্রচার হচ্ছে।
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

	২। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ৪। তথ্য হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় ।
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। বিভিন্ন তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রচার বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়। ৩। তথ্যের ক্যাটলগ প্রস্তুত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিস্পত্তি। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন। ৪। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০২৩ হালনাগাদকরণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে অবহিতকরণ ০২ টি সভা করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে ০২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।	১। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ৩। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪। কমিশনের ওয়েবসাইটে "তথ্য অধিকার সেবা বক্স" তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক তথ্য বহুল ও সহজে ব্যবহার উপোযোগী করে তৈরী করা হয়েছে।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ২। তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিকরণ। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সভার আয়োজন। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।
সমাজসেবা অধিদফতর	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়/সকল বিভাগীয় কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার তালিকা নিজ নিজ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও হালনাগাদকরণ। ২। সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহের

	বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান।
মৎস্য অধিদপ্তর	১। অধিনস্ত সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
শ্রম অধিদপ্তর	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয়। ৩। স্টেক-হোল্ডারদের তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা বিষয়ে অবহিত করা হয়।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। ৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি স্বপ্রণোদিতভাবে প্রতি তিন মাস পর হালনাগাদ করা হয়।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান। ২। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিকরণ। ৫। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও কমিশনের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হালনাগাদ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৩। সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ২। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ৪। তথ্য হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় ।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি)	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ০৪টি অবহিতকরন সভা আয়োজন করা হয়েছে। ২। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে দিনব্যাপী ০১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৩। নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা	১। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ।

ইনস্টিটিউট	২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৩। তথ্যের ক্যাটালগ তৈরিপূর্বক ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সভা আয়োজন। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)	১। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ কর্মরত ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/ হালনাগাদকরণ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা ও ৫। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ করা।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা	১। অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটির সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে। ২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও তথ্য আপীল আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করা হচ্ছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী	১। তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় এ বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় এবং উপজেলায় উদ্‌যাপন। ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন মোতাবেক তথ্য অধিকার সেবা বক্স হালনাগাদ করা। ৩। তধ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রচার চালানো, ব্যানার/ ফেস্টুন টানানো, সভা ও সেমিনার আয়োজন। ৪। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল	১। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩। অত্র দপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ৪। নিয়মিত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ২। বিগত ১৮ জুন ২০২৩ তারিখে আয়োজিত সিলেট বিভাগীয় উদ্ভাবনী মেলা, ২০২৩ এ ক্যাম্প স্থাপনক্রমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ	১। তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ। ২। সিটিজেন চার্টার প্রকাশ।
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর,	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন

ঢাকা মেট্রো সার্কেল, ঢাকা।	নিষ্পত্তিকরণ। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ। ৩। তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের অংশ হিসেবে অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরণ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অংশীজনদের নিয়ে সভায় অংশগ্রহণ। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ।
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	১। রেশম চাষ সংক্রান্ত তথ্য তুঁতচাষি/পলুপালনকারী/ রেশম চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। ২। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বোর্ড প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং স্টেকহোল্ডার সভার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা হচ্ছে।
বিএসটিআই, বিভাগীয় অফিস, রাজশাহী	১। তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ। ২। ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান। ৩। আবেদনকারীর চাহিত তথ্য যথাসময়ে প্রদান। ৪। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত ০২টি সভা আয়োজন।
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা	১। তথ্য অধিকার সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়েছে। ২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য ও প্রকাশ অযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক তথ্যাদি দপ্তরের সিটিজেন চার্টারে অন্তর্ভুক্তকরণ। ৫। দপ্তরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক বিশেষ সেশন অন্তর্ভুক্তকরণ।
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা	১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ২। তথ্যের ক্যাটাগরি তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বিভাগীয় সঞ্চয় অফিস, কার্যালয়, ময়মনসিংহ	১। আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে জনসাধরণের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম বিতরণ। ৩। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়	১। সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এ দপ্তরের আইন, বিধি ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত লিফলেট ও ফেস্টুন মুদ্রণ, প্রদর্শন এবং বিতরণ করা হয়। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে এ অর্থবছরে ০৪ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন। ৩। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কর্মচারীদের নিয়ে এ অর্থবছরে ০৪ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন।
বিভাগীয় উপপরিচালকের	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য এ

কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট	কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। সাইনবোর্ড স্থাপন এবং ওয়েবপোর্টালে তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।
বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	১। অফিস প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়। ৩। যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	১। সাধারণ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও ভূমি অফিসসমূহে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কার্যালয়ে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লেতে নিয়মিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে নির্মিত বিজ্ঞাপন প্রচারসহ প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মানিকগঞ্জ জেলার উপজেলা/ইউনিয়নসমূহে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। ৪। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। ৫। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে এ কার্যালয়সহ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহে তথ্য প্রদানকারী কর্মকতা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পটুয়াখালী	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। বিনামূল্যে 'ক' ফরম সরবরাহ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা তথ্য উপদেষ্টা কমিটি / উপজেলা তথ্য উপদেষ্টা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে / আওতাভূক্ত বিভিন্ন অফিস প্রধানকে তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য জনসাধারণকে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত আছে। ৪। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ২। ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা হয়েছে। ৩। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি	১। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ। ২। আপীল কর্মকর্তা ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন নম্বর, ই-মেইল ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। স্বপ্রণোদিত তথ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা। ৫। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান। ৬। সেবা সহজীকরণ বাস্তবায়ন বিষয়ক নির্দেশনা অনুসারে উত্তরাধিকার সনদ ও স্থায়ী বাসিন্দা সনদ সেবা প্রদানের পদ্ধতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২৩ অত্র কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নের (www.rajbari.gov.bd) সংশ্লিষ্ট সেবা বক্সে আপলোড করা আছে।
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী	১। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আলোচনা, সাক্ষাৎকার, প্রামাণ্য ও ম্যাগাজিন ফরম্যাটে ২০ মিনিটি স্থিতির 'বাতায়ন' অনুষ্ঠান প্রতি মাসের ৪র্থ শনিবার দুপুর ২:৩০ মিনিটে প্রচার করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। ৯ জন কর্মকর্তা আরটিআই অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সিলেট	১। তথ্য প্রদানকারী নাম উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শন ও ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ। ২। অনলাইনে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। নিয়মিতভাবে তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।
সমাজসেবা অধিদপ্তর, চাঁদপুর	১। তথ্য প্রদানকারী ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ। ২। ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ৩। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। তথ্য মেলায় অংশগ্রহণ।
জেলা শিক্ষা অফিস, মাগুরা	১। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ২। সিটিজেন চার্টার এর মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ৩। নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নিকলী, কিশোরগঞ্জ	১। সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। কৃষি সংক্রান্ত, মাঠ দিবস এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	১। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষন উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়েছে। ২। সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ৩। প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৪। লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৬। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। ৭। সিটিজেন চার্টার জনসম্মুখে টাঙ্গানো হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর, লক্ষ্মীপুর।	১। জনঅবহিতকরণ সভা, উঠান বৈঠক, মাসিক সাধারণ সভাসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন ফোরামে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা এবং এই আইনের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়াজন করা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নামসহ দাপ্তরিক বিভিন্ন তথ্য, তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয়েছে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হয়েছে। ৩। অফিসের প্রবেশদ্বারে দাপ্তরিক সেবা সম্বলিত সিটিজেন চার্টার টাঙ্গানো হয়েছে।

৩.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড

সরকারি দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নসংস্থা বা এনজিওসহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার বা বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদানে জনগণের সেবায় নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কাজের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য জানার অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে।

ক. এমআরডিআই

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই কর্তৃক ২০২৩ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

এ অংশে ২০২৩ সালে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ছিলো এমআরডিআই-এর এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৌশলগত অংশীদার।

দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় মোর ইনফরমেশন মোর একাউন্টেবিলিটি- ফেইজ টু প্রকল্পের কার্যক্রম

১. তথ্য অধিকার আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব বিষয়ক কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত চেতনা হলো সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ এবং সর্বনিম্ন সুরক্ষা। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ জনগণের তথ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে এনজিওদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যশোর জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন যশোরের ৮টি উপজেলার ৭৬টি এনজিওর প্রধান নির্বাহী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলা প্রশাসক। কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব বিষয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলার উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং অভয় নগর ও কেশবপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ।

২. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম

বিদ্যালয়ের নবম এবং দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে যশোরের ৮ উপজেলার ৮টি বিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে ৮টি বিদ্যালয়ের নবম এবং দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রায় ৯০০ জন শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ 'এখন তথ্য পাওয়া সহজ' এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৩. কমিউনিটি মবিলাইজেশন সভা

প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যশোরের ৮ উপজেলায় আটটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মৎস্যজীবী, কৃষক, দলিত ও যুবক, সাংস্কৃতিক কর্মী, মা ও শিক্ষকসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আয়োজিত এসকল সভায় প্রায় ৭০০জন অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ 'এখন তথ্য পাওয়া সহজ' এবং তথ্য অধিকার আইনের বার্তা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৪. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জানাক (জাগ্রত নাগরিক কমিটি) ও ইয়ুথ গ্রুপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যশোরের ৮ উপজেলায় কাজ করছে এমআরডিআই-এর নাগরিক গ্রুপ জানাক। একইসাথে কাজ করছে যশোরের ১১জন তরুন নিয়ে গঠিত ইয়ুথ গ্রুপ।

৫. তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা আয়োজন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যশোর জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথ উদ্যোগে এমআরডিআই র‍্যালী এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) যশোর। আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এমআরডিআই এর কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন এমআরডিআইএর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দৈনিক গ্রামের কাগজের সম্পাদক, এনজিও প্রতিনিধি, জানাক সদস্য এবং যশোর ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে যশোরের অন্য সাত উপজেলার জানাক সদস্যগণ উপজেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং লিফলেট ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে।

৬. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন কোর্স প্রতিযোগিতা

তথ্য অধিকার দিবস -২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যশোরের ৮টি উপজেলার ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যশোর জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের সাথে যৌথ উদ্যোগে এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন অনলাইন কোর্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে কম সময়ে সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে অ্যালগরিদম পদ্ধতিতে প্রতি উপজেলা থেকে ১ম, ২য় এবং ৩য় বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন তথ্য কমিশনার জনাব শহিদুল আলম ঝিনুক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

দি কার্টার সেন্টার এর সহযোগিতায় এডভান্সিং ওমেনস রাইট অব এক্সেস টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কার্যক্রম

১. এনজিওদের ওয়েব-ভিত্তিক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ মূল্যায়ন কার্যক্রম

এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নয়নে কি ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন সেটি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এনজিওদের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অবস্থা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এর পদ্ধতি চুড়ান্ত করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়।

২. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম

আজকের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব প্রদান করবে। তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মোহাম্মদপুরের ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ১২৫ জন শিক্ষার্থী এবং ২০ জন শিক্ষক।

ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতায় ইম্প্রুভিং কোয়ালিটেটিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ- ফেইজ টু প্রকল্পের কার্যক্রম

১. আইনজীবীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনগত সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতে নিয়মিত অনুশীলনরত ১০ জন আইনজীবীর জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক চারদিনের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২. সাংবাদিক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অধিবেশন

দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইন বাংলাদেশের এর সহযোগিতায় মিডিয়া স্ট্রেংদেনিং ডেমোক্রেসি প্রকল্পের আওতায় জেলা প্রতিনিধিদের জন্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসমূহে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অধিবেশন পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে অংশ নেন মোট ১৮০ জন সাংবাদিক। তারা ক্লাইমেট ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ক্লাইমেট, এনার্জি অ্যান্ড দ্যা মিডিয়া প্রকল্পের আওতায় তরুণ সাংবাদিকদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অধিবেশন পরিচালিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন সাংবাদিক।

তথ্য অধিকার আইন সহায়তা প্রদানে পরিচালিত আরটিআই হেল্পডেস্ক

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এমআরডিআই একটি হেল্পডেস্ক পরিচালনা করছে। ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬ মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সপ্তাহে রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই নম্বরে ফোন করে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকিত যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে। তথ্য আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষই আরটিআই হেল্পডেস্কে ফোন করে সহযোগিতা নিতে পারে। আবেদন এবং আপীলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানসহ আইন বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এ হেল্পডেস্কটি কোর্সে রেজিস্ট্রেশনসহ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে। এ বছর হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ৮৯টি আবেদন, ৪৬টি আপীল এবং ২৫টি অভিযোগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ৫৪৫টি সাধারণ সহায়তা দেয়া হয়েছে এই ডেস্কের মাধ্যমে।

খ. টিআইবি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে টিআইবি' কর্তৃক ২০২৩ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. আদিবাসী তরুণদের জন্য তথ্য অধিকার-বিষয়ক কর্মশালা

টিআইবির উদ্যোগে ও কাপেং ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের তথ্য-অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার-বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট **২৯ জন (**১৪ জন নারী এবং ১৫ জন পুরুষ) তরুণ-তরুণী উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

২. ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় **''আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩: অনলাইনে তথ্য প্রবাহে সকল নাগরিকের সম অধিকার চাই"** শীর্ষক একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়। যা টিআইবির ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি বা সনাক অঞ্চলে আলোচনায় পাঠ করা হয় এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

৩. তথ্য অধিকার-বিষয়ক কার্টুন স্টিকার প্রকাশ

প্রতিবছরের ন্যায় টিআইবি ''আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩'' কে কেন্দ্র করে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০ হাজার কপি কার্টুন স্টিকার প্রকাশ করে, যা ৪৫টি সনাক অঞ্চলের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

৪. সরকারি অফিসের ওয়েব পোর্টাল পর্যবেক্ষণ

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহের ওয়েব পোর্টালে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৩৮টি জেলা ও ০৭টি উপজেলা পর্যায়ের মোট ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) অঞ্চলে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যদের উদ্যোগে এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। মোট ০৭টি নির্দেশক/সূচকের (নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য ও যোগাযোগ) আলোকে ৭৬টি স্টাডি করা হয়, যার মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বমোট ৪ হাজার ১৫০টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবপোর্টালের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফলের আলোকে প্রতিটি সনাকের উদ্যোগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালগুলোকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করা হয়। সনাকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওয়েব পোর্টালের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে ৪২টি অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৫. তথ্য মেলা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে জনসচেতনতা তৈরি এবং সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবা গ্রহীতাদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে সনাকের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মোট ১৪টি তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য মেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৪৩টি প্রতিষ্ঠান (সরকারি প্রতিষ্ঠান ৩৭১টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৭২টি) তাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য নিজ নিজ স্টলে দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন ও প্রদান করে। মোট প্রায় ৩০ হাজার ১৬ জন নাগরিক তথ্য মেলা পরিদর্শন করেন, এর মধ্যে নারী ১২ হাজার ২০৫ জন।

৬. ক্যাম্পেইন/প্রচারণামূলক কর্মসূচি

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে সনাক ও ঢাকাভিত্তিক ইয়েস গ্রুপসমূহ এবং অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি) এর উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১২৯টি ক্যাম্পেইন/প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এ সকল কর্মসূচিতে মোট ২৭ হাজার ৮৫৫ জন নাগরিককে সম্পৃক্ত করা হয়, এর মধ্যে নারী ১২ হাজার ৭২৭ জন।

৭. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক ৬৭টি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এ সকল ওরিয়েন্টেশনে মোট ৭ হাজার ২৮৬ জন অংশগ্রহণ করেন, এর মধ্যে নারী ৩ হাজার ৪৩২ জন। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল ফরম পূরণ করা শেখানোর পাশাপাশি তথ্যের জন্য আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ ও আবেদন করতে সহায়তা করা হয়। ওরিয়েন্টেশন গ্রহণের পর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করে তারা মোট ১ হাজার ৩০১টি আবেদন করেন।

৮. তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে ৪৫টি সনাক এলাকায় মানববন্ধন, র‍্যালি, আলোচনা সভা, তথ্য মেলা, কুইজ/বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে প্রচারণা ও আলোচনা, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, তথ্য অধিকার আইন-বিষয়ক ক্যাম্পেইন ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

৯. তথ্য অধিকার আইনের ৩০(০২)(ছ) ধারা অনুসারে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত সংস্কার প্রস্তাব

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রতিপালনে ব্যর্থ দপ্তরের বিরুদ্ধে শাস্তির নিয়মিত আপডেট প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- তথ্য প্রদান ফি বাতিল করে এটাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের তথ্য প্রদান খরচ খাত সৃষ্টি করা।
- মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া উল্লেখপূর্বক সহজতর পদ্ধতিতে যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং প্রভৃতির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে।

গ. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ কর্তৃক ২০২৩ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশে মানবাধিকার ও সুশাসন উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। এটি সুশাসন ও সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক সহযোগিতা করছে। এমজেএফ ২০১১ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা জরিপ (nationally representative sample survey) পরিচালনা করেছে এবং আরটিআই কনভেনশন আয়োজনের মাধ্যমে সরকার, তথ্য কমিশন সহ সকল ধরনের অংশীজনকে জরিপ-প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে জনমত গঠন এবং নাগরিক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার মাধ্যমে কার্যকর অধিপরামর্শ এবং এই আইনের বাস্তবায়নে এমজেএফ তথ্য কমিশনকে সর্বদা সহযোগিতা করেছে। এমজেএফ তথ্য অধিকার ফোরামের গঠন এবং সঞ্চালনার মাধ্যমে জনগনের তথ্য অধিকার আদায়ে সার্বিক সহযোগিতা করছে। ৪০০ টিরও বেশি স্থানীয় সংস্থার সাথে পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে এমজেএফ গত ২০ বছরে সারা দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে সরাসরি ভূমিকা রেখেছে। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এমজেএফ এবং এর সহযোগী সংগঠন সমূহ তথ্য অধিকার আইনের জনপ্রিয়করণের জন্য সক্রিয় রয়েছে।

এমজেএফ ২০২৩ সাল থেকে 'দি কার্টার সেন্টার'-এর কারিগরি সহায়তায় এবং দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি-এর অর্থায়নে 'তথ্য প্রাপ্তির অধিকারে নারীর অগ্রগতি' নামক ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য: নারী ও প্রান্তিকজনের তথ্যে অভিগম্যতা তাদেরকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করাতে সক্ষম করবে।

উদ্দেশ্য ১: জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য ২: মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণের তথ্য অধিকার আইন-এর প্রয়োগ বিষয়ে কার্যকর পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ৩: সুশীল সমাজ প্রতিনিধি এবং প্রান্তিক নারীরা তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমুহ সম্পর্কে অবহিত।

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ:

১. সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২. শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধি
১.১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে জেন্ডার সন্নিবেশন করার জন্য তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -কে সুপারিশ করা (গবেষণা); ১.২. প্রস্তাবিত জেন্ডার সন্নিবেশনকৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে কর্মশালা এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন; ১.৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের জন্য তথ্য অধিকার এবং জেন্ডার প্রশিক্ষণ।	২.১. মাঠ পর্যায়ের তথ্য অধিকার কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত শিক্ষণের সংকলন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্সে সংযোজনের জন্য সুপারিশ (গবেষণা); ২.২. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির যথার্থতা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট তুলে ধরার জন্য কর্মশালা; ২.৩. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণের মূল ধারায় নারীদের তথ্য অধিকার পাঠদানের শিক্ষণকে সংকলন

	করা (প্রশিক্ষন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূল্যায়ন)।
৩. সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ৩.১. তথ্য অধিকার বিষয়ে তৃণমূলের অভিজ্ঞতা এবং জেন্ডার সংবেদনমূলক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সভা; ৩.২. সচেতন বার্তা তৈরি, বিতরণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার; ৩.৩. তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তৃণমূল নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি; ৩.৪. মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদেরকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সচেতন করা।	**৪. এডভোকেসি** ৪.১. তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের জন্য নীতি প্রণেতাদের সাথে সভা/ সেমিনার; ৪.২. জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ উন্নয়ন বিশ্লেষণ (গবেষণা)।

২০২৩ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

১। জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ উন্নয়ন বিশ্লেষণঃ এ গবেষণাটি সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি এবং সিলেট জেলায় পরিচালিত হয় যেখানে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ উন্নয়ন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ প্রদান করে। এই গবেষণাতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্যের বিশ্লেষণ করার জন্য ইউএসএআইডি-র নির্দেশিত ৬টি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[১] গবেষণাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে সমাধানের জন্য পাঁচটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়-

ক. **নারী নেতৃত্ব এবং তৃণমূল উদ্যোগকে সহায়তাকরণঃ** বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিশ্রুতিশীল নারী নেত্রী এবং নারী প্রধান পরিবারকে উপযুক্ত সমর্থন এবং সংস্থান দিয়ে সামাজিক কুসংস্কারকে প্রতিহত করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

খ. **বিদ্যমান স্থানীয় উদ্যোগের সাথে কার্যক্রমকে সংযুক্তকরণঃ** জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে তরুনদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বাধীন সংস্থা, যুব সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে কাজ করতে হবে।

গ. **সরকারি কর্মকর্তাদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলাঃ** স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তারা নারীর অধিকার এবং তথ্য অধিকার আইনের মতো উদ্যোগের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। এই ইতিবাচক মনোভাবকে বিভিন্ন আইন, নীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রোটোকলের সাথে সমন্বিত করে নারীদের অধিকার, সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, এবং তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. **সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনকে সমর্থন করাঃ** যদিও বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যের এখনও অনেক বিষয় সমাধান করা উচিত। তথাপি নারীর ভূমিকা এবং নেতৃত্বের প্রতি উল্লেখযোগ্য পুরুষ উত্তরদাতাদের একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে। এই বিকশিত মানসিকতা জেন্ডার সমতার সম্ভাবনাকে আরো জোরালো করে।

ঙ. **প্রাসঙ্গিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোঃ** যদিও খুব কম লোকই তথ্য অধিকার আইনের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন, তবুও সচেতন নাগরিকরা বুঝতে পারে যে প্রান্তিক জনগণের জন্য প্রাসঙ্গিক আইনের সুবিধা নেয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

[1] Adapted from: *Suggested Approaches for Integrating Inclusive Development Across the Program Cycle and in Mission Operations: Additional Help for ADS 201* (USAID, 2018).

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে জেন্ডার সন্নিবেশন করার জন্য তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-কে সুপারিশ করা (গবেষণা) : তথ্য কমিশনের মনোনীত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের জেন্ডার বিশ্লেষণ করতে এবং ম্যানুয়ালটিতে জেন্ডার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একজন পরামর্শদাতার সহায়তায় সিলেট, সাতক্ষীরা, রাজশাহী এবং খাগড়াছড়ি জেলায় জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী তথ্য কমিশনের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হবে। সমসাময়িক গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকল্প প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, তৃণমূল জনগণ এবং নীতি প্রণেতাদের সাথে সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে উপরোক্ত জেন্ডার সন্নিবেশন করা হবে।

৩. তথ্য অধিকারে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক আলোচনা সভা: এমজেএফ ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে 'তথ্য অধিকারে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ' বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর তথ্য কমিশনার জনাব শহিদুল আলম ঝিনুক প্রধান অতিথি এবং পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ আ. হাকিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, এমজেএফ উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশের ৯ জন কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্যবৃন্দ সর্বমোট ৩২ জন (১৮ জন নারী) আলোচক উপস্থিত ছিলেন। সভাটি মূলত দুটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রথমত একটি ছিল প্রকল্প কার্যক্রম এবং কৌশলগুলি সবার সাথে শেয়ার করা; এবং দ্বিতীয়ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারি কর্মকর্তাদের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ মডিউল এ জেন্ডার সন্নিবেশন করার করার জন্য চলমান গবেষণা পদ্ধতির উৎকর্ষতার জন্য মতামত গ্রহণ। এমজেএফ-এর সিনিয়র প্রোগাম কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ জিয়াউল করিম, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং জনাব মোঃ আব্দুল করিম, সাবেক অতিরিক্ত সচিব 'দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার প্রশিক্ষণ মডিউলে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ' শীর্ষক গবেষণার পদ্ধতিসমূহ উপস্থাপন করেন। জনাব শহিদুল আলম ঝিনুক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ উল্লেখ করেন, "গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি বাংলাদেশে বিরাজমান তৃণমূলে জেন্ডার বিষয়ক বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে সমাধানের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নারীর মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে বর্তমানে অসামান্য অবদান রাখছে। সুতরাং দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারি কর্মকর্তাদের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ মডিউলে জেন্ডার সন্নিবেশন করলে নারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে অনেক সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ উক্ত মডিউলে জেন্ডার সন্নিবেশনের জন্য যেকোন গঠনমূলক সুপারিশ বিবেচনা করবে।

ঘ. Research Initiatives Bangladesh (RIB's)

Research Initiatives Bangladesh (RIB's) activities on RTI law for the year 2023

1. Day observations

Rally and discussion meetings were organized in 6 working districts to mark observations of Women's Day on 8th March, Labour Day on 01st May, World Environment Day on 05th June. There were mass gatherings during rallies. In these events discussions were made on importance of RTI to governance system which ultimately leads to protection and promotion of rights of women, workers. Additionally, participants in these events discussed about importance of preserving environment and dealing with issue of climate change and how RTI can be used to tackle problems that emanates from environment and climate change issues.

2. Exchange learning visits

There were multiple exchange visits among districts with several RTI enthusiasts that took place in the year 2023. During these visits, RTI enthusiasts had opportunity to exchange views on their works on RTI as well as learnt on the techniques of making right kind of RTI requests, strategy to mitigate challenges, those may come along following submission of RTI requests.

3. Courtyard meetings in villages

Courtyard meetings were held in villages of working districts to promote RTI at grassroot level. The meetings were attended by the common people of the villages who mostly consist of local traders, school and college teachers, journalists, women, farmers, women leaders, CBOs representatives, daily wage earners, home makers, local leaders and workers. The purpose of these meetings was to promote RTI and increase its use among the grassroots people and after the meetings were held it has been observed that the use of RTI has been increased among the grassroot people from those areas.

4. Monthly meetings of group members (RTI activists)

During the year 2023 several monthly meetings with RTI group members and enthusiasts were conducted through participatory process, discussions focusing on issues those were derived through monthly exercise of newspapers scanning as well as existing local pertinent issues or problems in the relevant working districts are taken.

5. Dialogue between Government authority and RTI Activists, enthusiasts on functioning of RTI in working districts

Many Dialogue meetings were organised between government authorities and RTI activists as well as general publics in the year 2023. These meetings were organised in Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Bogura, Nilphamari and Moulvibazar districts, in these dialogue meetings government officers, civil society members and RTI activists from above-mentioned districts participated. The objective of the dialogue meetings were to create a space for demand and supply side to interact freely, at the same time to inform government officers about the challenges RTI activists are facing while submitting RTI requests in their offices, these meetings also served as a good

mechanism to remove fear from citizens mind; exchange of experiences between demand and supply side also opened the windows of opportunities for existing users to increase use of the law as well as new activists to emerge.

6. Interactive theatre on RTI

In the year 2023 interactive theatre on RTI were organised in Dinajpur and Moulvibazar. A drama script on RTI was prepared and it was presented before large number of audiences by performing actors. These events were quite successful because a large number of people could easily connect to the script (prepared on how they are faring in their daily lives) and at the end of the drama a discussion was initiated as to where we are now in terms of governance system and what needs to be done to bring a systemic change in the country. In each district the public drama took place in open place and there were gathering of nearly 300-500 people who received messages on RTI.

7. National Seminar

A national seminar was held in Dhaka at the end of July 2023. There were nearly 60 participants comprising of representatives from civil society, journalists, RTI activists from 6 districts, human rights defenders, representatives from NGOs, bureaucrats and former Chief Information Commissioner, Convener of RTI Forum participated in the event. The seminar was organized to disseminate findings of a just concluded project. A meaningful discussion took place where participants spoke about their experiences of using RTI in their daily works and how it has evolved as a necessary tool for establishing transparency, accountability as well as the challenges those mired effective use of RTI regime in Bangladesh.

8. Book and leaflet publication on RTI

RIB published a total of 500 books on Use of RTI and 1000 leaflets on RTI and its related theme was printed in the year 2023 and disseminated to the large number of publics. We are confident that the published book is going to be very useful to the readers because it covers all possible issues and matters under the RTI law relating to demand side (general people), supply side (designated officers) and adjudicatory body (information commission). This book gives comprehensive idea on RTI along with a global picture of RTI and a kind of hands on resource material to self-educate on concept of RTI.

9. Road Show and information fair on RTI to celebrate Right to Information Day

A road show and information fair on RTI was organized by RIB in Dinajpur and Moulvibazar Districts. That while covering various Upazilas in these districts'. Participants were able to spread message and awareness on RTI as well as discussed on the process of filling RTI to concerned authority. Through this attempt approximately thousands of people were able to receive messages and learn about RTI. This was regarded by most people as one of the effective mechanisms for spreading awareness on RTI law. The road show was comprised of local folk songs on RTI and discussion program. There was participation by the government offices in these programs. Through these events it was possible to disseminate knowledge on RTI law and motivate people for greater use of the law to increase demand.

10. RTI Resource Centre

RTI Resource Centre in Dinajpur district has been established by local RTI activists voluntarily, these RTI activists are closely working with RIB. Such resource centers have been established to answer queries on process of drafting and filling RTI, development initiatives, social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application. At resource centre activists make people aware about RTI law and helping them in filling up RTI form, appeal and complaint and keeping records of it. That resource centre has been prepared in a way to display some good number of information on service related matters from government to the general public.

11. **RIB adopts following process to promote RTI law in Bangladesh**

1. Build the capacity of prospective RTI users to use RTI i.e. Right to Information Act on service delivery, accountability and transparency issues;
2. Support and facilitate the filing of applications;
3. Help deepen the process of RTI by addressing core issues of accountability and transparency;
4. Continuous interaction between government and citizen through participation at various events which helps in reducing the gap and improve relationship between the two sides.
5. Documentation and dissemination of the results derived through RTI requests fillings.

৬. The Carter Center

Right to Information activities completed by The Carter Center, 2023

The Carter Center worked closely with the Information Commission, Bangladesh, and local civil society partners to continue implementing its project titled Advancing Women's Right of Access to Information in Bangladesh. The Carter Center implemented the following activities in the target districts of Sylhet, Satkhira, Khagrachari, and Rajshahi.

1. **Observance of International Right to Information Day:**

The Carter Center partnered with the Information Commission to organize a national event celebrating International Right to Information Day on September 28, 2023. Together, The Carter Center and the Information Commission distributed 20,000 promotional posters across 64 districts to various partners, including AS, ACD, IDEA, TUS, two city corporations, and the Cabinet Division to raise awareness about the importance of free access to information and promote it among the public.

2. Awareness-raising events for CSOs in target districts

Throughout the year's programming, the Carter Center, along with local partners TUS, IDEA, ACD, and Agrogoti Sangstha, engaged in several activities to increase access to information for women among civil rights society organizations and relevant individuals. These activities included courtyard meetings, public service announcements, school campaigns, street dramas, awareness-raising campaigns, and lessons learned and sharing workshops.

3. **Courtyard meetings**

During this period, the Center's local partners continued to host courtyard meetings to promote the right of access to information in local communities. These meetings provide women with a greater understanding of the right to information, an opportunity to directly file information requests, and they also aim for the attending women to be more proactive in seeking information in service providers' offices using the application form. Altogether, 392 meetings for 4,122 participants took place.

4. **Radio programs with local officials**

In Satkhira, Public Service Announcements (PSAs) continued to serve as a very effective medium to reach the wider population to increase their knowledge about women's right to information. PSAs were broadcast in Satkhira on Radio Nalta. Over the year, Radio Nalta in Satkhira aired PSAs reaching over 70,700 listeners. Further, these PSAs were posted on Radio Nalta's Facebook page, so that they can be accessed at any time. Through the PSAs, the listeners received information about the Right to Information Act (RTI) and where and how to apply for information.

5. School campaign on RTI

IDEA has organized 10 School campaigns on RTI and climate justice in the Sylhet district. A total of 651 Students were presented at those events. The objective of the event was to share the Right to Information Act 2009 and citizen services among students. The student is the future leader of the country, and every student and youth should learn the usability of the Right to Information Act. Bangladesh's government has incorporated the Right to Information Act into the education curriculum. To make a massive practice of the RTI act advancing women's rights access to information in Bangladesh organizing many activities.

6. Street drama

In Satkhira, AS organized street drama and songs at the community level to raise awareness in the community about the Right to Information (RTI) Act. In the event, more than a hundred community people participated. The Right to Information Act is a powerful tool that enables citizens to access information held by public authorities. By promoting awareness about this act through drama and song, people become more aware of their rights and are empowered to seek information and hold the government accountable.

7. Engaging youth

In Satkhira, two-day long training on climate justice and the right to information were held in November and December 2023. Fifty-eight youths from Kalaroa, Asashuni, and Tala upazilas of Satkhira district participated in this training. Mr. Abdus Subar Biswas, executive director of Agrogoti Sangstha gave the opening speech of the training. Mr. Jaharul Islam, District Information Officer, and Al Mamun, Project Coordinator of the AWRTI project were the resource persons in the training.

8. Officer of Carter Center assist women seeking access to information

During this reporting period, the Officer of Carter Center continued its work in all four target districts, supporting women in seeking access to information, working closely with local partners, and communicating with local governments. Over this quarter, the Tottho Bondhus and partner NGOs helped women file a total of 684 specific requests for information, out of which 660 (96%) had already received a response.

চ. বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি)

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিএনএনআরসি কর্তৃক ২০২৩ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

সুশাসন চর্চা ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ -এর প্রয়োগে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা অধিকতর বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয় সুশাসন চর্চা ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক সামাজিক সংলাপ।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি), ফ্রিডরিখ ন্যাউম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম বাংলাদেশ (এফএনএফ বাংলাদেশ)-এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত উক্ত সংলাপ দুটিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, নাগরিক সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি, নারী অধিকার কর্মী, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীসহ মোট ৮০জন অংশগ্রহণ করেন।

গত ১২ জুলাই ২০২৩ নোয়াখালীতে আয়োজিত সংলাপের শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করেন বিএনএনআরসি'র সমন্বয়ক জনাব হীরেন পন্ডিত। এ সময় এফএনএফ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ওমর মোস্তাফিজ।

সংলাপের পরবর্তী পর্বে ' নোয়াখালীর ভূমি, সমাজ ও স্বাস্থ্যসেবা: বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব ফয়জুল ইসলাম জাহান, জেলা প্রতিনিধি, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, নোয়াখালী। প্রবন্ধে জনাব ফয়জুল ইসলাম জাহান সংক্ষেপে নোয়াখালী জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূ-আঞ্চলিক অবস্থান উল্লেখ করে জেলার বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে গত ১৮ জুলাই ২০২৩ ময়মনসিংহে আয়োজিত সংলাপটি উদ্বোধন করেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংলাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করেন বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এএইচএম বজলুর রহমান। তারপর এফএনএফ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ডক্টর নাজমুল হোসাইন।

সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডক্টর আবদুল মালেক বলেন, সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, ভুল তথ্য প্রচার ও প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি পর্যটন এলাকায় ও গণপরিবহনে নারীদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়ার জন্য তিনি ৯৯৯ এ ফোন দেওয়ার পরামর্শ দেন।

সংলাপে 'ময়মনসিংহের ভূমি, সমাজ ও স্বাস্থ্যসেবা: বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ/ কী-নোট উপস্থাপন করেন সমাজকর্মী ও গবেষক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম। প্রবন্ধে জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম সংক্ষেপে ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূ-আঞ্চলিক অবস্থান উল্লেখ করে জেলার বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে, অংশগ্রহণকারীগণ জেলার সরকারী ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা, বিশেষ করে ভূমি ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ও স্থানীয় পর্যায়ে মাদক, পর্যটন এলাকায় ও গণপরিবহনে নারীদের যৌন হয়রানি, অবকাঠামোগত অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন এবং সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় সম্পর্কে জানতে চান। পরে প্যানেল আলোচকগণ পর্যায়ক্রমে এসকল প্রশ্নের উত্তর দেন ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এছাড়াও সংলাপে আরো উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব শাহাদাৎ হোসেইন, ময়মনসিংহ জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক ও জেলা তথ্য কর্মকর্তা জনাব শেখ মোঃ শহীদুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।

আশা করা হচ্ছে উক্ত সংলাপ দুটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী ও ব্যক্তিগত সেবা দানকারী সকলের সক্রিয় ভূমিকা জোরালোকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানে এবং তথ্য প্রদানকারী ও তথ্য গ্রহণকারী উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিএনএনআরসি'র উদ্যোগে তিনটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯- এর প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ -এর প্রয়োগে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে নোয়াখালী, ময়মনসিংহ এবং যশোরে অনুষ্ঠিত হয় 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি), ফ্রিডরিখ ন্যাউম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম বাংলাদেশ (এফএনএফ বাংলাদেশ)-এর সহায়তায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি প্রশিক্ষণে ৩৫জন করে মোট ১০৫জন জাতীয় ও আঞ্চলিক/স্থানীয় পর্যায়ের দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশন চ্যানেল ও জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা কালচারাল অফিসার, দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ কমিটি'র সদস্য, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবি এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

গত ১১ জুলাই, ২০২৩ নোয়াখালীতে আয়োজিত প্রশিক্ষণের শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করেন বিএনএনআরসি'র সমন্বয়ক জনাব হীরেন পন্ডিত। এ সময় এফএনএফ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ওমর মোস্তাফিজ।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দেওয়ান মাহবুবুর রহমান, জেলা প্রশাসক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল ওয়াদুদ পিন্টু, চেয়ারম্যান, নোয়াখালী জেলা পরিষদ।
প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ড. মো: আ: হাকিম, পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ), তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

গত ১৯ জুলাই, ২০২৩ ময়মনসিংহে আয়োজিত প্রশিক্ষণে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করেন বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএনএফ বাংলাদেশের সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ড. নাজমুল হোসেন। তিনি সংস্থার প্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এবং বলেন, তথ্যের প্রবেশাধিকার সকল নাগরিকের অধিকার। এই প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত হয়, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন জনাব শাহাদাৎ হোসেন, সহকারী পরিচালক ও প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

গত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যশোরে আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, সার্বিক, উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) জনাব তুষার কুমার পাল এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. রেজাউল করিম; সিনিয়র তথ্য অফিসার, যশোর; জনাব মো. ইউসুফ মিয়া; নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদস্য সচিব, আরটিআই, যশোর; এবং জনাব বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক; নির্বাহী পরিচালক, রাইটস যশোর। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক, সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশ) এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা,তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

আশা করা হচ্ছে, প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনটি জেলার অংশগ্রহণকারীরা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে উৎসাহিত হবেন, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানে সচেষ্ট হবেন এবং তথ্য প্রদানকারী ও তথ্য গ্রহণকারী উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে উঠবে।

ছ. দিশা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দিশা কর্তৃক ২০২৩ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায়/ভার্চুয়াল সভায় দিশা'র প্রতিনিধি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায়/জুম অনলাইন সভায়ও দিশা'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

২. সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্মেলন/সভায় ও মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ/অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. সংস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত নতুন কর্মকর্তা/কর্মীদের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যন্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন এবং করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংক্রান্ত বিধিবিধানসহ '৩৩৩' তে ফোন করে সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য লিফলেট প্রেরণসহ দিশা প্রধান কার্যালয় হতে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্লাসেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষনার্থীদের অবহিত করা হয়ে থাকে। দিশা'র সমিতি পর্যায়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার এবং '৩৩৩' তে ফোন দিয়ে সরকারি সেবা গ্রহণ করার বিষয়ে দিশা গ্রামীন সদস্যদের অবহিত করা হয়ে থাকে।

৫. দিশা'র উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস- ২০২৩" উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়-৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) বিবেচনায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বুধবার অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করে।

তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় আলোচনা সভার আয়োজন করে। জেলা পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সকল সদস্য এবং সরকারি ও বেসরকারি সকল সংস্থার সমন্বয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া দৃশ্যমান স্থানে পোস্টার ও ফেস্টুন স্থাপন এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

"তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব" প্রতিপাদ্য এবং "ইন্টারনেটে তথ্য পেলে, জনগণের শান্তি মেলে" স্লোগান নিয়ে এবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারের ০১টি প্রবন্ধ সম্বলিত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রচার, দেশব্যাপী পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার, জাতীয় ওয়েবপোর্টালে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের ফেস্টুন প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান ও তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার সকাল ১১.০০ টায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ঢাকার আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশন ভবনের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ জমির এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি।

সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাস করেন। আমরা মনে করি অবাধ তথ্য প্রবাহ মানুষকে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত তৈরী করেছে। আমরা একটি বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করি, বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ হচ্ছে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি "অধিকার" হিসেবে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করেন।

প্রধান তথ্য কমিশনার আরো উল্লেখ করেন, তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম। জনগণের ক্ষমতায়ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সুফল নিশ্চিত করা গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস পাবে। উপরন্তু প্রকৃত তথ্য প্রবাহের ফলে বিভিন্ন মাধ্যমের বানোয়াট, অসংযমী, অসত্য, বিভ্রান্তিকর, গুজব এবং ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক অপতথ্য ক্রমশ দূরীভূত ও বিলীন হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ জমির।

সভায় সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) জনাব মোহাম্মদ জমির বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য। কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি রোধ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি তথ্য অধিকার আইন। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে আমাদের সবাইকে মিলে সর্বত্র ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরি করে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার।

তথ্য ও সম্প্রচার সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেন, বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন পাস করে যা অত্যন্ত কার্যকর ও অনন্য একটি আইন। অন্য সকল আইন কর্তৃপক্ষ জনগণের উপর প্রয়োগ করে। তথ্য অধিকার আইনই একমাত্র আইন যেটি জনগণ কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করে। এই আইন জনগণকে ক্ষমতায়িত করেছে। তথ্য অধিকার আইন জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক ।

তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক বলেন, পবিত্র সংবিধানে মানুষের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন এখন মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য। এই আইনের প্রয়োগের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ হবে। সমাজের সকল শেণী-পেশার মানুষের অধিকার সমুন্নত হবে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি ।

তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি বলেন, একটি শুদ্ধ, উন্নত এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পৌঁছার লক্ষ্যে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন একটি বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং এই আইনের সবটুকুই মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য এবং মানুষের পক্ষে তথ্যপ্রাপ্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রকে তথা সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখা।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সচিব জনাব জুবাইদা নাসরীন।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে তথ্য কমিশনের সচিব জনাব জুবাইদা নাসরীন বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত হব। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে ইন্টারনেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইন্টারনেট তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের অন্যতম মাধ্যম।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থাপ্রধান ও প্রতিনিধিবৃন্দ, একাডেমিশিয়ান এবং সাংবাদিকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বেসরকারি সংস্থা কার্টার সেন্টারের সৌজন্যে দেশব্যাপী পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। প্রচারিত পোস্টারের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রচারিত পোস্টার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৫ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক এর ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা: তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ❑ অঙ্গসজ্জা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ❑ সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাণী

তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব

শহীদুল আলম ঝিনুক

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

অধ্যায়-৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। আইনটি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লেখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

প্রতিবেদনাধীন বছরে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে ০১/০১/২০২৩ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের শতকরা হার
১.	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	২৬০০	২৯.৭৩%
২.	কমিশনসমূহ	২৭	০.৩১%
৩.	জেলা পর্যায়ে	৫৪৭২	৬২.৫৫%
৪.	ব্যাংক	৫৪	০.৬২%
৫.	বিশ্ববিদ্যালয়	২৯	০.৩৩%
৬.	এনজিও	৫৬৫	৬.৪৬%
৭.	মোট	৮৭৪৭	**১০০%**

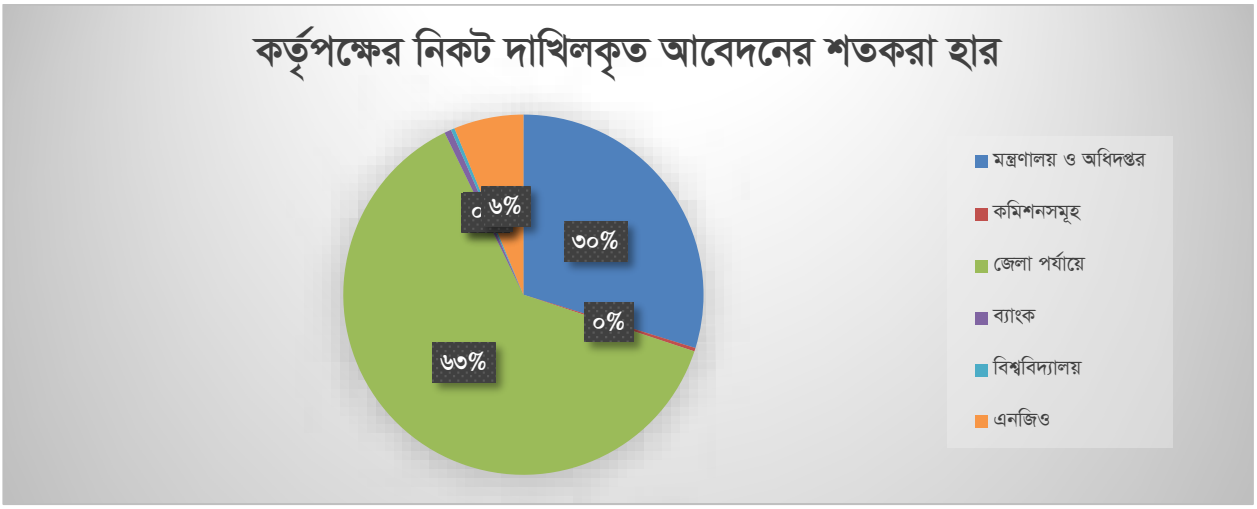

চিত্র: কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের শতকরা হার

- **বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা**

তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	সাল	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা
১.	২০১০	২৫,৪১০
২.	২০১১	৭,৮০৮
৩.	২০১২	১৬,৪৭৫
৪.	২০১৩	১১,৭২৭
৫.	২০১৪	৮,৪৪২
৬.	২০১৫	৬,১৮১
৭.	২০১৬	৬,৩৬৯
৮.	২০১৭	৮,১৬৭
৯.	২০১৮	৮,৬৬০
১০.	২০১৯	১২,৮৫২
১১.	২০২০	৯,৭৯৭
১২.	২০২১	৭,৬৫৩
১৩.	২০২২	১৮,৩৭৭
১৪.	২০২৩	৮,৭৪৭
	মোট	১,৫৬,৬৬৫ টি আবেদন

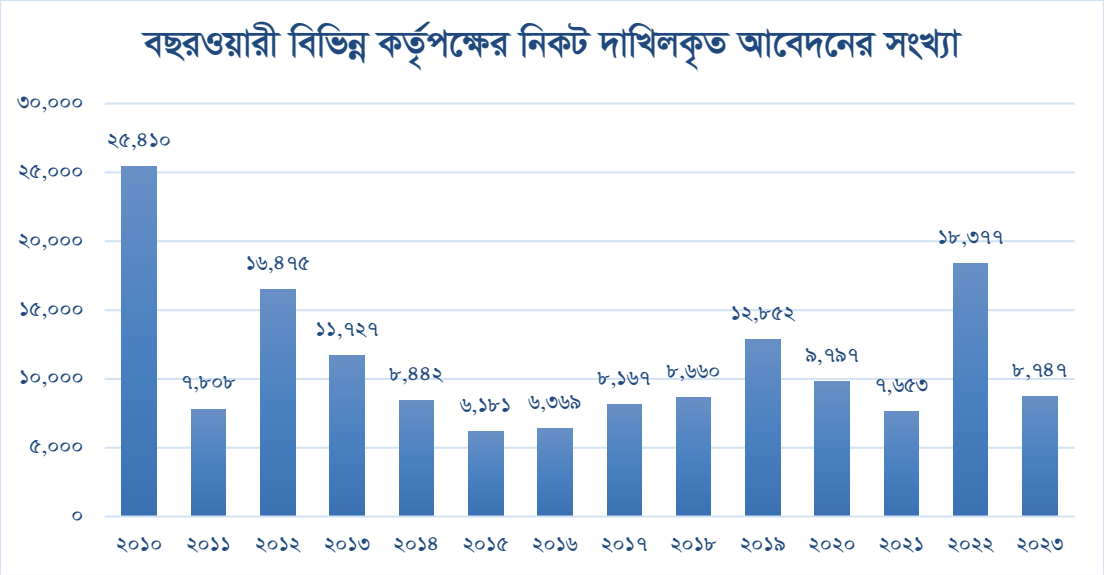

চিত্র: বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের চিত্র

৫.২ যাচিত তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিবরণ

২০২৩ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৭৪৭ টি। তন্মধ্যে ৭৯৫০ টি অর্থাৎ ৯০.৮৯% আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৭৭১ টি অর্থাৎ ৮.৮১%। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শেষে ২৬ টি অর্থাৎ ০.৩০% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	যাচিত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা	৭৯৫০	৯০.৮৯%
২.	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৭৭১	৮.৮১%
৩.	প্রক্রিয়াধীন	২৬	০.৩০%
	মোট	**৮৭৪৭**	**১০০%**

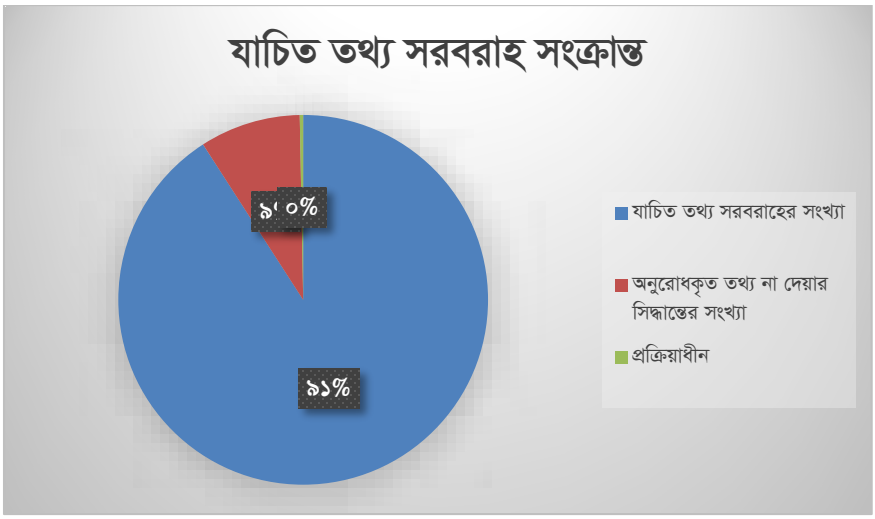

চিত্র: যাচিত তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত

প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

ক)) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা মোতাবেক "তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য" প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।

খ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৫ মোতাবেক।

গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (খ) এবং ২ (চ) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য কোন তথ্য নয়।

ঘ) তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায়।

ঙ) সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য না থাকায়।

চ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭ এর উপধারা- ঘ, চ, জ, ট ও দ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ায়।

ছ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।

জ) যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেনি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৫০ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৪২টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৮টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে । তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি অধ্যায়-৩ এ সংযোজন করা হয়েছে।

৫.৫ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৪২	৩৪২	০	০	০	০	১৪,৪৪,৪১১
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩১০	৩০৭	৩	৩	৩	০	১৭০৯
৩.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫২	৯৫	১৫৭	১১	১১	০	৬০
৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮৩	১৬৮	১৪	০১	৮	৬+২ (প্রক্রিয়াধীন)	২৩৪
৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮১	১৭৫	৬	০	৭	৭	৬
৬.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১৭১	১৭১	০	০	২	২	০
৭.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৬৬	১৬২	৩	১	৯	৯	১০০৬
৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪০	১২৫	১৫	০	০	০	৯৩১
৯.	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১০৪	৯২	২	১০	৬	৫+১ (প্রক্রিয়াধীন)	৪১৬
১০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৯৩	৮২	১১	০	১	১	৩০০

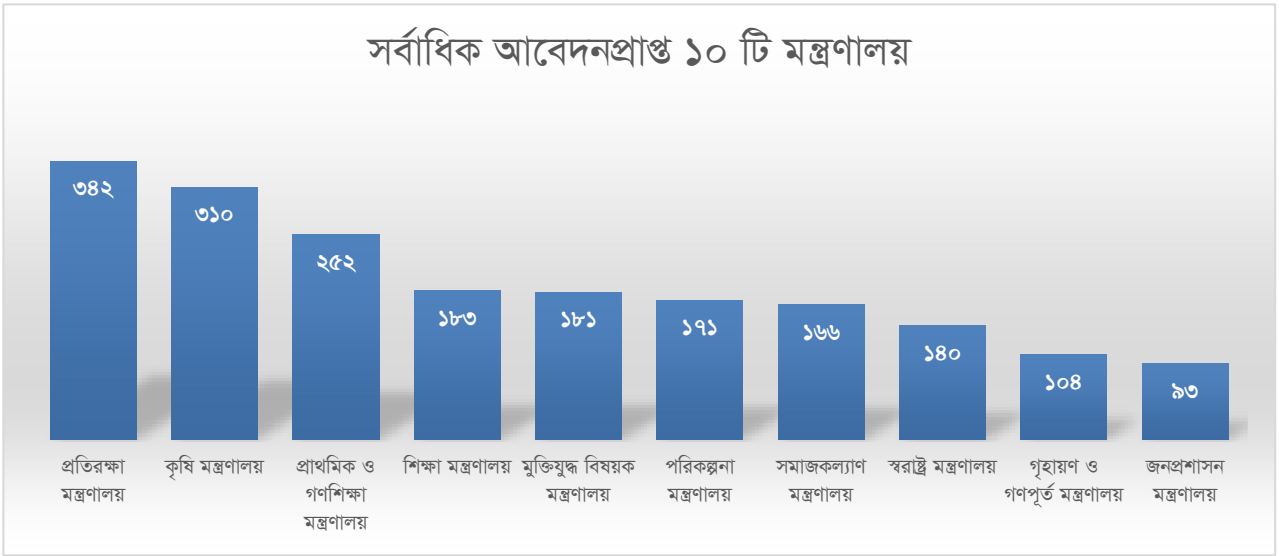

চিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়

৫.৬ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহের বিভাগওয়ারী বিভাজন

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	রংপুর বিভাগ	৫৫৯	৫১১	৪৮	২৯	২৯	৬১২৮
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৯৬৬	৮৮৬	৮০	১৯	১৯	৭৬৮০
৩.	রাজশাহী বিভাগ	১৩৩৭	১২৬৭	৭০	২২	২২	৬২২৭
৪.	খুলনা বিভাগ	১০৯২	৯৫৮	১৩৪	৮	৮	২৮৬৫
৫.	বরিশাল বিভাগ	২৯৬	২৭৩	২৩	০	০	১৩৪
৬.	সিলেট বিভাগ	৫১৫	৪৭৩	৪২	১২	১২	৩৪১১
৭.	ঢাকা বিভাগ	৬৩৬	৫৬৩	৭৩	৪৮	৪৮	১২৮৮২
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৭১	৬৮	৩	১	১	১৮০০
		৫৪৭২	৪৯৯৯	৪৭৩	১৩৯	১৩৯	৪১১২৭

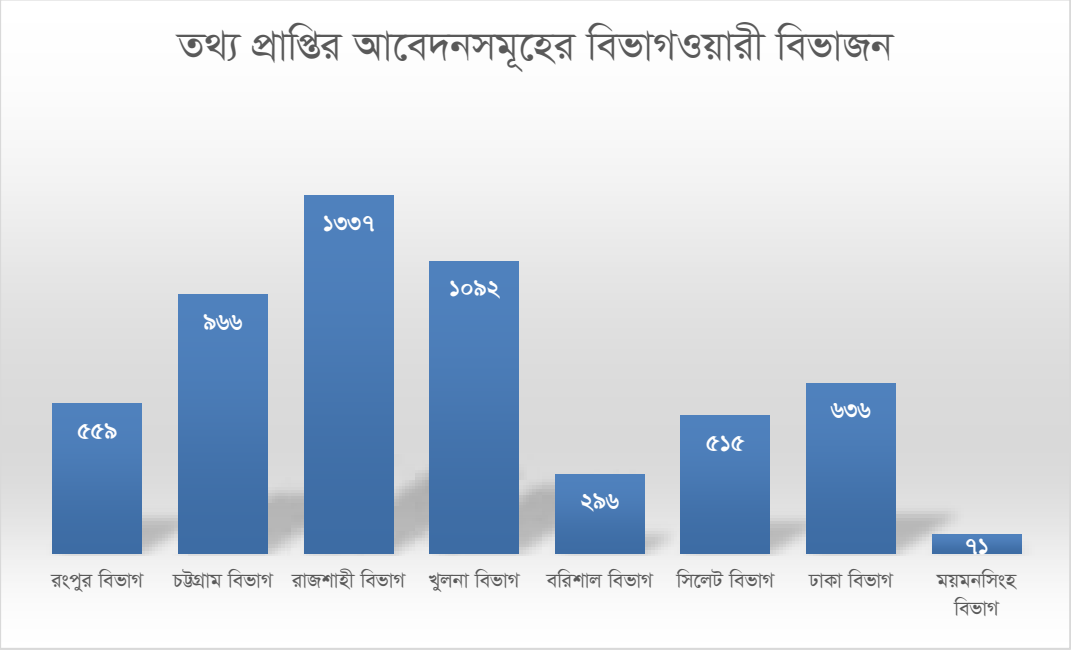

চিত্র: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনসমূহের বিভাগওয়ারী বিভাজন

৫.৭ সর্বাধিক আবেদন নিষ্পত্তিকৃত ১০টি জেলার তথ্য

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	বগুড়া	৪৩২	৪৩১	১	৩	৩	১৪৬৮
২.	নীলফামারী	৩০০	২৮৮	১২	৩	৩	৫১৭৪
৩.	কুমিল্লা	২৬৯	২৬৯	০	৩	৩	৯৪৪
৪.	সাতক্ষীরা	২৫৮	১২৭	১৩১			৫০০
৫.	চাঁদপুর	২৫৬	১৮৭	৬৯	১১	১১	১০
৬.	সিরাজগঞ্জ	২৩৯	১৯২	৪৭			৬৮৩
৭.	রাজশাহী	২৩৭	২২১	১৬	৮	৮	৫৩৭
৮.	সিলেট	২৩৭	২১৫	২২	৩	৩	৯০৫
৯.	ঢাকা	২১৮	১৭২	৪৬	১৬	১৬	২৬২৯
১০.	খুলনা	১৮৯	১৮৯	০			৯২

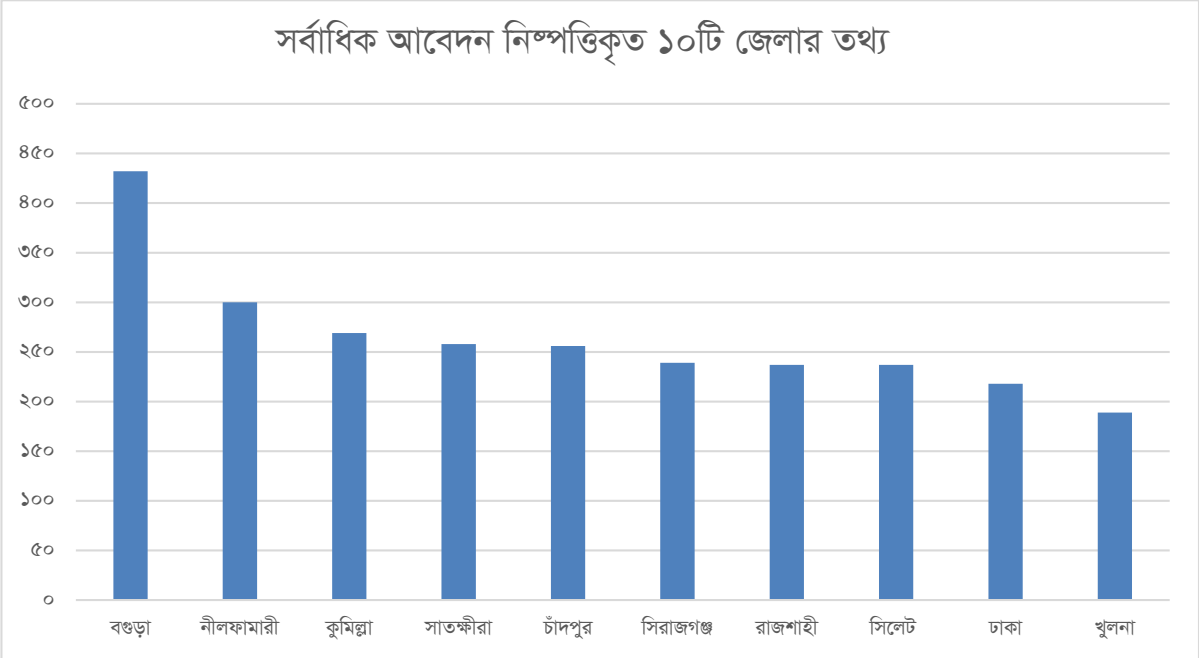

চিত্র: সর্বাধিক আবেদন নিষ্পত্তিকৃত ১০টি জেলার তথ্য

৫.৮ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	টিআইবি	৫৪৩	৫৩৫	০৮	০	০	০
২.	রূপান্তর	১৬	১৬	০	০	০	০
৩.	ব্র্যাক	০৫	০৫	০	০	০	০
৪.	এমআরডিআই	০১	০১	০	০	০	০
	মোট	**৫৬৫**	**৫৫৭**	**০৮**	**০**	**০**	**০**

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ৪ টি এনজিও এর নিকট মোট ৫৬৫ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

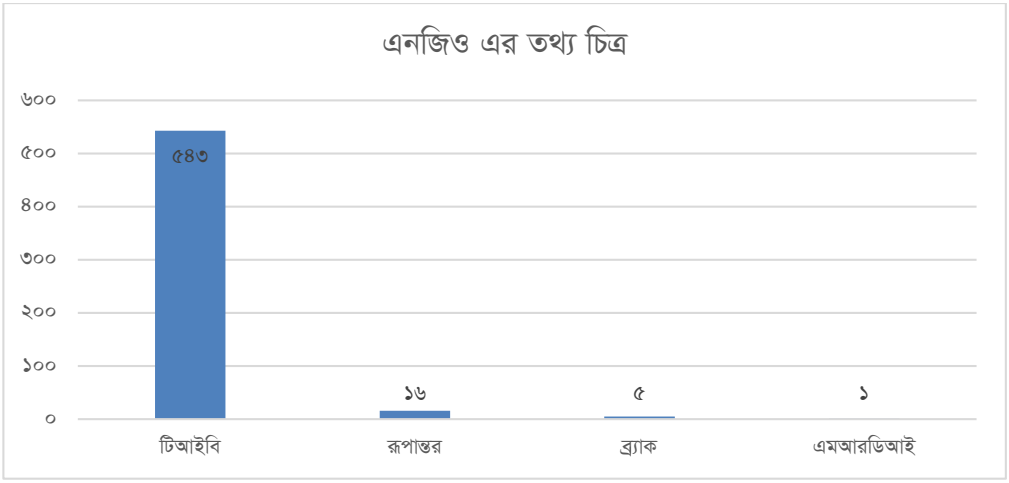

চিত্র: এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন সমূহের চিত্র

৫.৯ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.৯.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২,৬০০ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২,৩০৬ টি (৮৮.৬৯%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ২৬৮ টি এবং কর্যক্রম চলমান ২৬টি। ২০২৩ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১৪,৫৯,৫৬৯/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৯৯ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৯১ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	সরবরাহকৃত	২৩০৬	৮৮.৬৯%
০২.	তথ্য সরবরাহ করা হয়নি	২৬৮	১০.৩১%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	২৬	১%
	মোট	২,৬০০	১০০.০০%

চিত্র: মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণের চিত্র

৫.৯.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৫৪৭২টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৪৯৯৯ টি ৯১.৩৬% তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪৭৩ টি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১৩৯ টি তন্মধ্যে ১৩৯ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জেলা থেকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আবেদনপ্রাপ্ত মোট ৪১,১২৭/- টাকা আদায় হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৪৯৯৯	৯১.৩৬%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	৪৭৩	৮.৬৪%
	মোট	৫৪৭২	১০০.০০%

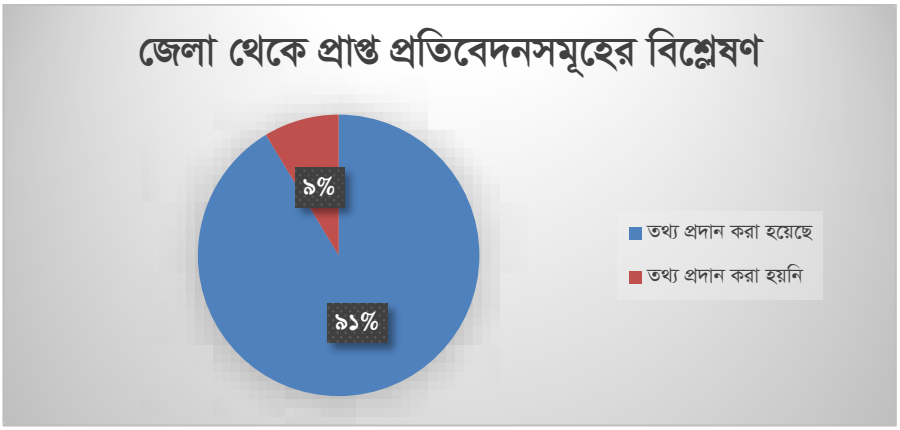

চিত্র: জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের চিত্র

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রংপুর, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং শরীয়তপুর অর্থাৎ এই ১৭টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে বগুড়া জেলায় ৪৩২টি।

৫.৯.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ৫৬৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৫৫৭ টি (৯৮.৫৮%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ০৮ টি। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় এনজিওসমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৫৫৭	৯৮.৫৮%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	৮	১.৪২%
	মোট	৫৬৫	১০০%

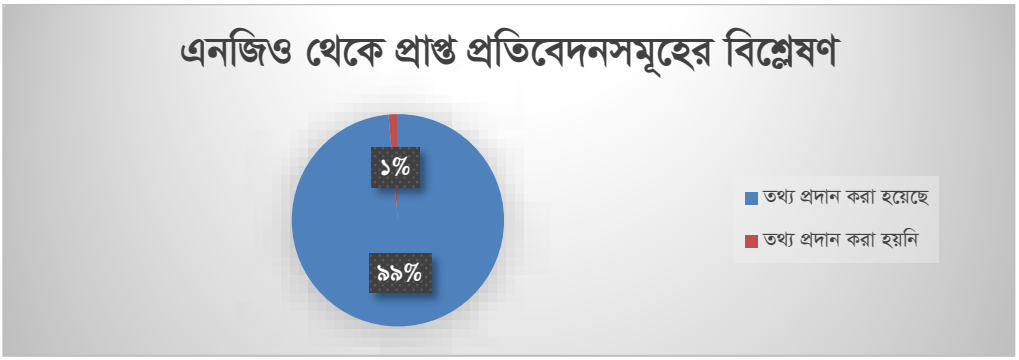

চিত্র: এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

৫.১০ তথ্য কমিশন বাংলাদেশে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক ব্যবহার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বয়ে আনতে পারে। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন যার মাধ্যমে জনগণ দেশের যেকোন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য চাইতে পারেন। যথাযথবাবে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এবং জনণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো নাগরিক কর্তৃক তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি করা। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ এর আওতায় অভিযোগসমূহ শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিস্পত্তি করে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশন বাংলাদেশে ৫৮০৪টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৬৭১টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

৫.১১ তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮০৪টি অভিযোগ দায়ের হয় এবং টি ৫৬৭১টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক নিস্পত্তি করা হয়েছে। যার মধ্যে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা হলো- ৩২৩৩টি এবং বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে ২৪৩৮টি অভিযোগ।

তন্মধ্যে ২০২০ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ সম্ভব হয়নি। সারা দেশে বিচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত গত ০৯ মে ২০২০ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক একটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনাপূর্বক জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণ শুরু হয়। ২০২০ সালে ১৫৯টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ০৮টি অভিযোগ সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয় এবং ১৫১টি অভিযোগ ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়। ২০২১ সালে ২৩৪টি এবং ২০২২ সালে ৩৬০টি অভিযোগ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

১ জানুয়ারী, ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশন বাংলাদেশে মোট ৬৮৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০২৩ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগের সংখ্যা ৩২৪টি যা মোট অভিযোগের ৪৭.২৩%। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করে নিস্পত্তি করা হয় ২৩০টি এবং সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে ১৭টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে। তাছাড়াও ৭৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে ।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশন বাংলাদেশে অভিযোগ দায়েরের চিত্র

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানীর জন্য গৃহীত	শুনানীর জন্য গ্রহণের হার
১	২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
২	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
৩	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
৪	২০১৭	৫২৭+৩=৫৩০	৪০০+৩= ৪০৩	৭৬.০৪%
৫	২০১৮	৭৩১+১=৭৩২	৪৩৭+১=৪৩৮	৫৯.৮৪%
৬	২০১৯	৬২৮+২= ৬৩০	২৮৫+২=২৮৭	৪৫.৫৫%
৭	২০২০	২৯০	১৫৯	৫৪.৮২%
৮	২০২১	৪৬৩	২৩৪	৫০.৫৩%
৯	২০২২	৭৯১	৩৬০	৪৫.৫১%
১০	২০২৩	৬৮৬	৩২৪	৪৭.২৩%
মোট	২০০৯-২০২৩	৫,৭৯৮+৬=৫৮০৪	৩,২২৭+৬= ৩,২৩৩	৫৫.৭০%

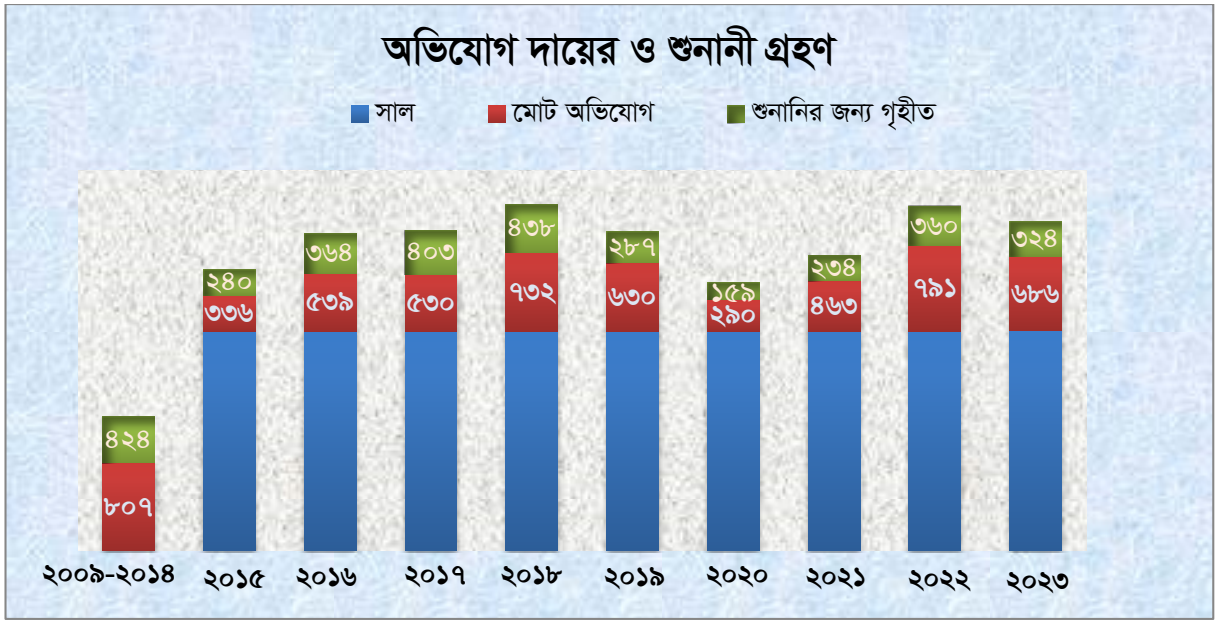

লেখচিত্র: অভিযোগ দায়ের ও শুনানী গ্রহণ

ক. ২০২৩ সালে অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	১৯৮
সাংবাদিক	১২০
শিক্ষক	২
অন্যান্য পেশাজীবী	৪
সর্বমোট	**৩২৪**

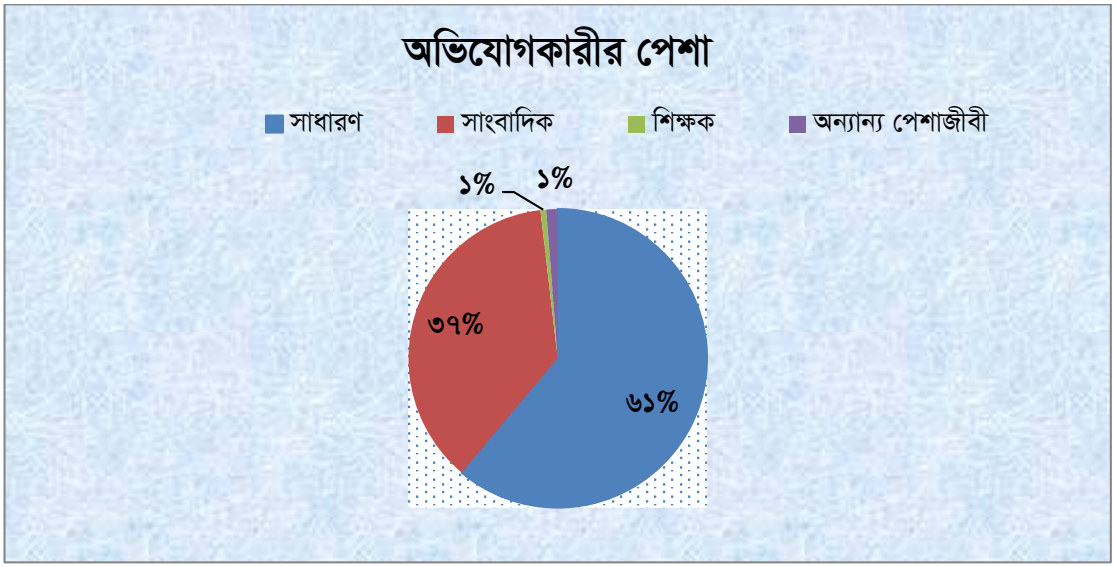

লেখচিত্র: অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে শুনানীর জন্য অভিযোগ গ্রহণ হয়েছে

২০২৩ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত ৬৮৬টি অভিযোগের মধ্যে ৩২৪টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮২টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৪২টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ও অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো:

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	০৯
প্রধান কার্যালয়	১৪
বিভাগীয় কার্যালয়	০৪
সিটি কর্পোরেশন	০৬
অধিদপ্তরসমূহ	৪০
জেলা কার্যালয়	৪৯
উপজেলা কার্যালয়	৬০
উপজেলা নির্বাহী অফিস	০৯
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১৬
পৌরসভা/ ইউনিয়ন	১০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৫
ভূমি অফিসসমূহ	১৬
ইউনিয়ন পরিষদ	১৪
অন্যান্য	৪২
সর্বমোট	৩২৪

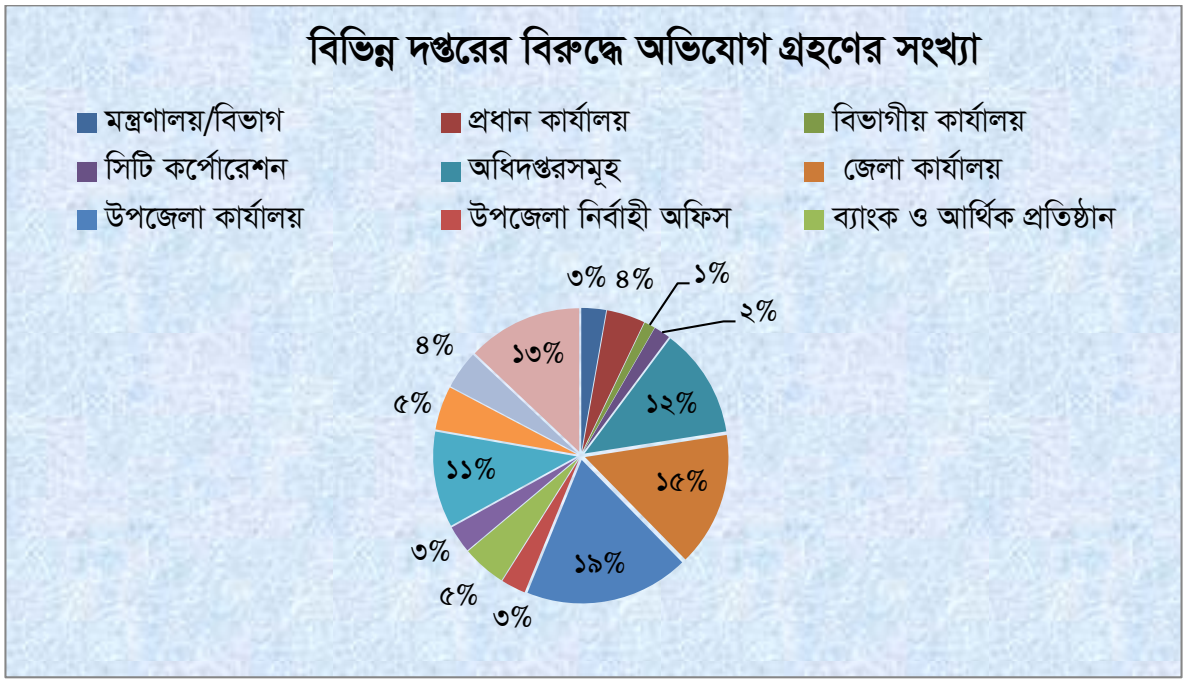

লেখচিত্র: বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা

৫.১১ (ক) ২০২৩ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ

২০২৩ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত ৬৮৬টি অভিযোগের মধ্যে ৩২৪টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার শতকরা হার ৪৭.২৩%। শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, বিভিন্ন ভূমি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যা নিম্ন ছকে দেখানো হলো

	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১
	গণপূর্ত বিভাগ	৫
	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, সাভার সার্কেল	২
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩
	বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট	১
	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৬
	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	৬
	থানাসমূহ	৩
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	১
	জেলা শিক্ষা অফিস	১
	জেলা সমবায় কার্যালয়	৩
	জেলা ত্রান ও পুর্নবাসন অধিদপ্তর	১
	সওজ, সড়ক বিভাগ	৩
	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৭
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	২
	জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২
	পরিবেশ অধিদপ্তর	১
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,	৪
	সমাজসেবা অধিদপ্তর	১

	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২
	নৌ পরিবহণ অধিদপ্তর	১
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	১
	গণপূর্ত অধিদপ্তর	১
	খাদ্য অধিদপ্তর	১
	রাজশাহী নার্সিং কলেজ, রাজশাহী	১
	পৌরসভা কার্যালয়	৯
	কমান্ড্যান্ট এর কার্যালয়, ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার	১
	বিএমডিএ, বাগমারা, রাজশাহী	২
	বিআইডব্লিউটিসি	২
	বিয়াম ফাউন্ডেশন	১
	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকা	১
	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, ঢাকা	১
	২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল	৩
	১০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা	১
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৩
	জেলা পরিষদ	৩
	জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, রাজশাহী	১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	৩
	জেলা ও দায়রা জজ আদালত	১
	জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস	১
	খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়	১
	ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব এ্যাকাউন্টস এর কার্যালয়	১
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	২
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	২
	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	১
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	১
	এসপি ইনষ্টিটিউশন	১
	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	২
	কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)	১
	পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১
	শিল্পকলা একাডেমী	১
	কারা সদর দপ্তর	১
	ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়	৩

	জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস	১
	সাব রেজিষ্টারের কার্যালয়	৩
	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	১
	ওয়াসা এর কার্যালয়	১
	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর	২
	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা	২
	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	১
	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ	১
	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	১
	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি	১
	মহেশখালী কলেজ, মহেশখালী, কক্সবাজার	২
	বাংলাদেশ ব্যাংক	১
	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১
	রুপালী ব্যাংক লি:	১
	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২
	কর্মসংস্থান ব্যাংক	২
	কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩
	সহকারী কমিশনারের (ভূমি)	৬
	ইউনিয়ন পরিষদ	১৪
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়	৩
	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	১
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	২০
	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	৪
	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়	৭
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	৯
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	৮
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	২
	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	৪
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়	২
	উপজেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা	১
	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	৪
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, পাকুন্দিয়া	১

	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৫
	ভবানীগঞ্জ কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা কলেজ, বাগমারা, রাজশাহী	১
	সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার, সাভার, ঢাকা	১
	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	১
	সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বাগমারা, রাজশাহী	১
	হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২
	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বালক ও বালিকা), রংপুর	১
	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	১
	যশোর মেডিকেল কলেজ	১
	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১
	রাজশাহী নার্সিং কলেজ, রাজশাহী	১
	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	১
	কামরাঙ্গা ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা	১
	বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়	১
	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	১
	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড	১
	বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রাম	১
	মোট =	২৮২
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২১
	বেসরকারি ব্যাংকসমূহ	৩
	বেসরকারি বীমা কোম্পানী লিমিটেড	১২
	পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড	১
	শাহজালাল ফার্টিলাইজারস কোম্পানি লিমিটেড	১
	এনজিও	০৪
	মোট	৪২
	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সর্বমোট=	৩২৪

৫.১১ (খ) মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

২০২৩ সালে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে মোট দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগের সংখ্যা ৩২৪টি যার মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ৩১৯ জন এবং নারী অভিযোগকারী ০৫ জন। যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পুরুষ	৩১৯
নারী	৫
মোট	**৩২৪**

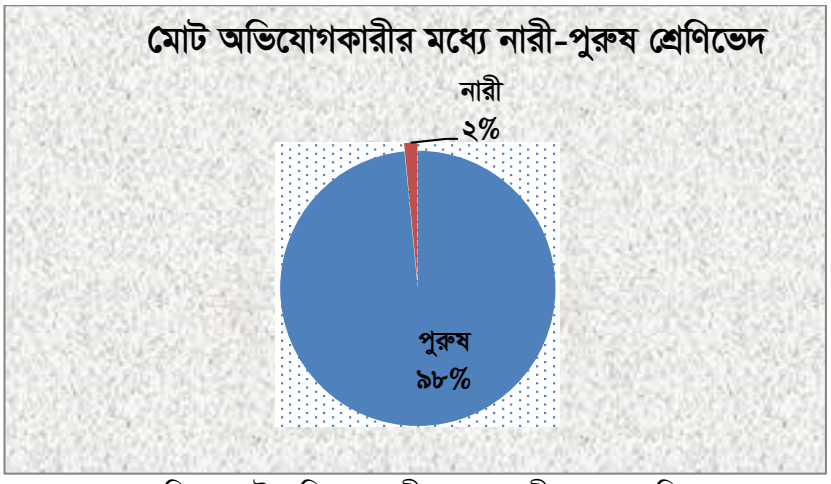

লেখচিত্র: মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার, তথ্য অধিকার আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন, যা তথ্যপ্রাপ্তিতে নারীদেরও পুরুষের পাশাপাশি তথ্য পেতে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয় না। নারীদের তথ্য প্রাপ্তিতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলোতে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.১১ (গ) কমিশনে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্যের বিষয়	সংখ্যা
১	দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য	১০
২	দলিল রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য	৩
৩	দলিল সংক্রান্ত তথ্য	১
৪	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য	৪
৫	পেনশন সংক্রান্ত দাখিলকৃত কাগজ সংক্রান্ত তথ্য	১
৬	মেধা ক্রম সংক্রান্ত তথ্য	১
৭	কোয়ার্টার সংক্রান্ত তথ্য	১
৮	জেলা ও দায়রা জজ আদালত সংক্রান্ত তথ্য	১
৯	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য	৫
১০	বেতন ও বোনাস সংক্রান্ত তথ্য	১
১১	বেতন বিল সংক্রান্ত তথ্য	১
১২	চেক রেজিষ্টার সংক্রান্ত তথ্য	২
১৩	চেক সংক্রান্ত তথ্য	১
১৪	ট্রেড লাইসেন্স থেকে আয় সংক্রান্ত তথ্য	২

১৫	টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য	১৭
১৬	অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য	১
১৭	আবেদন সংক্রান্ত তথ্য	১
১৮	আয় ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য	৪
১৯	অভিযোগসহ গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য	১
২০	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত সংক্রান্ত তথ্য	১
২১	ইটভাটা সংক্রান্ত তথ্য	৪
২২	নার্সিং কলেজ সংক্রান্ত তথ্য	১
২৩	পূর্বের দয়েরকৃত তথ্য	২১
২৪	পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্য	১
২৫	পত্র সংক্রান্ত তথ্য	১
২৬	পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য	২
২৭	প্রবাসী কর্মী সংক্রান্ত তথ্য	১
২৮	প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য	৫২
২৯	প্রজাবিলি সংক্রান্ত তথ্য	১
৩০	প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য	৩
৩১	প্রভিডেন্ট ফান্ড এং গ্রাচুইটি সংক্রান্ত তথ্য	১
৩২	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৩
৩৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জেলা ভিত্তিক কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য	৭
৩৪	প্রতিবন্ধি ভাতা সংক্রান্ত তথ্য	১
৩৫	পানির সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য	১
৩৬	পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য	১
৩৭	উন্নয়ন মূলক কাজের তথ্য	৮
৩৮	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সংক্রান্ত তথ্য	১
৩৯	উপকারভোগী কৃষক সংক্রান্ত তথ্য	২
৪০	উপস্থিতি ও ছুটি সংক্রান্ত তথ্য	১
৪১	উত্তরপত্র সংক্রান্ত তথ্য	১
৪২	ফুটবল ফেডারেশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য	১
৪৩	ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	২
৪৪	ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য	১
৪৫	বন্দোবস্ত ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য	১
৪৬	বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তথ্য	১
৪৭	বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য	২৯
৪৮	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত তথ্য	৪
৪৯	বীমা সংক্রান্ত তথ্য	১২
৫০	ভ্যাট সংক্রান্ত তথ্য	১

৫১	ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত তথ্য	১
৫২	ভূমি মামলা সংক্রান্ত তথ্য	২
৫৩	ভূমি সংক্রান্ত তথ্য	৪
৫৪	ভাউচার সংক্রান্ত তথ্য	১
৫৫	ভাতা সংক্রান্ত তথ্য	১
৫৬	ভর্তি ও ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য	১
৫৭	ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য	১
৫৮	ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	৫
৫৯	মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশ সনদ সংক্রান্ত তথ্য	১
৬০	এক্স-রে সংক্রান্ত তথ্য	১
৬১	এলজিএসপির বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য	১
৬২	মাদরাসা সংক্রান্ত তথ্য	২
৬৩	মামলা সংক্রান্ত তথ্য	১
৬৪	মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতা সংক্রান্ত তথ্য	২
৬৫	ওয়াকফ এস্টেট সংক্রান্ত তথ্য	১
৬৬	ওয়াকফ চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য	১
৬৭	রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য	২
৬৮	ঔষধ সংক্রান্ত তথ্য	১
৬৯	লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য	২
৭০	কম্বল বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য	১
৭১	কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	১
৭২	কর্মকর্তা কর্মচারি সংক্রান্ত তথ্য	২
৭৩	কর্মকর্তা নিয়োগ ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য	১
৭৪	কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	১
৭৫	কার্যবিবরণী সংক্রান্ত তথ্য	৩
৭৬	কমিটি সংক্রান্ত তথ্য	১
৭৭	খাস জমির সংক্রান্ত তথ্য	১
৭৮	সনদ সংক্রান্ত তথ্য	১
৭৯	গভর্নিং বডি নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য	১
৮০	সরকারী বাসভবন সংক্রান্ত তথ্য	১
৮১	সাধারণ ডাইরি সংক্রান্ত তথ্য	১
৮২	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য	১
৮৩	হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার সংক্রান্ত তথ্য	১
৮৪	"কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সী রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডামিক প্রিপেয়ার্ডনেস" প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য	১
৮৫	চালান সংক্রান্ত তথ্য	২
৮৬	চাকরি সংক্রান্ত তথ্য	৪

৮৭	ছাড়পত্র সংক্রান্ত তথ্য	১
৮৮	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য	১
৮৯	জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তথ্য	১
৯০	জমি ও নকশা সংক্রান্ত তথ্য	১
৯১	জমি সংক্রান্ত তথ্য	২
৯২	ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য	১
৯৩	নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য	১২
৯৪	নিলাম সংক্রান্ত তথ্য	২
৯৫	বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য	১
৯৬	বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য	৩
৯৭	বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য	৭
৯৮	বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত তথ্য	১
৯৯	ব্রিজ কারপেটিং সংক্রান্ত তথ্য	১
১০০	বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্য	১
১০১	ভিজিডি সংক্রান্ত তথ্য	২
১০২	শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য	১
১০৩	হিসাব সংক্রান্ত তথ্য	১
১০৪	ডিজিটাল হাজিরা সংক্রান্ত তথ্য	১
১০৫	তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য	২
১০৬	তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য	২
	মোট দায়েরকৃত অভিযোগ	৩২৪

৫.১২ শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ২০২৩ সালে ৬৮৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তন্মধ্যে দায়েরকৃত ৩৬২টি অভিযোগসমূহের বিষয়ে শুনানী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এবং বাকি ৩২৪টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেসকল কারণে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ অভিযোগ আমলে নিতে পারেনি তা হলো- তথ্য কমিশন বাংলাদেশে যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এমন অভিযোগের সংখ্যা ৮০টি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য /জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এমন অভিযোগের সংখ্যা হলো ৪২টি, যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৩৪টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়া / সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়/পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়/ ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায় ২৯টি অভিযোগ, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায় ২০টি অভিযোগ, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় এমন ১৯টি অভিযোগ, যাচিত তথ্যে সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয় এমন ১২টি অভিযোগ এবং যাচিত বিষয় আদালতের মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ১১টি অভিযোগ তথ্য কমিশন বাংলাদেশ আমলে না নিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়াও সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন না থাকায়, নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার না করায়, অভিযোগের সাথে আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়, তথ্য প্রাপ্তি এবং আপীল উভয়েরই আবেদন না থাকায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা মোতাবেক হওয়ায়, ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন না করায়, আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হওয়ায়, যাচিত বিষয়ে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায়, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অস্পষ্ট ও পাঠের অযোগ্য হওয়ায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত অপারগতার নোটিশ ও আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বিবেচিত হওয়ায় উপরোক্ত কারণে অভিযোগকারীগণকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২ (ক) অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ

বিষয়	সংখ্যা
অভিযোগের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংযুক্ত না থাকায়	৩
নির্ধারিত ফরমেটে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	২
নির্ধারিত ফরমে আপীল আবেদন না করায়	২
অভিযোগের সাথে আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়	৬
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	১৯
অভিযোগের সাথে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন সংযুক্ত না থাকায়	৬
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়া / সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়/পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়/ ব্যাপক বিস্তৃত হওয়ায়	২৯
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ট) ধারা মোতাবেক হওয়ায়	১
যাচিত বিষয়ে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায়	৩
যাচিত বিষয় আদালতের মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট	১১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য/জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায়	৪২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত অপারগতার নোটিশ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়	৫
ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন না করা সংক্রান্ত	১
আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হওয়ায়	৮
যাচিত বিষয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(চ) মোতাবেক 'তথ্য'র আওতাভুক্ত না হওয়ায় অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়।	৮০
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	২০
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(খ) ধারা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান 'কর্তৃপক্ষ' নয় বিধায়	৯
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	৩৪
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়	৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করায়	১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত অপারগতার নোটিশ ও আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বিবেচিত।	২

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত জবাব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ যথাযথ	২
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ন) শুধুমাত্র মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	১
অভিযোগটি তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট নয়	৩
যাচিত তথ্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।	১
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(জ) ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত তথ্য বিধায়	১১
যাচিত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭(ঘ) মোতাবেক সরবরাহযোগ্য নয়	১
যাচিত তথ্যে সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়	১২
নিজ অভিমত সুলভ তথ্যের যাচনা করেছেন বিধায়	২
সুনির্দিষ্ট অর্থবছর উল্লেখ করে তথ্য যাচনা করা যেতে পারে।	১
তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দিক নির্দেশনা প্রদানের বিধান নেই বিধায়	১
যথাযথ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করার নির্দেশ সংক্রান্ত	১
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ নিষ্পত্তি হওয়ায়	১
তথ্য মূল্য পরিশোধ করে তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ সংক্রান্ত	১
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৪, ধারা ৭ ও ধারা ৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য তথ্য না দিয়ে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের নিকট মতামত চওয়া হয়েছে বিধায়	১
অভিযোগের সাথে সংযুক্ত তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেই বিধায়	৩
ব্যাংকার বহি স্বাক্ষ্য আইন, ২০২১ অনুযায়ী যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য নয় বিধায়	১
মেয়র কর্তৃক ০৩.০৭.২০২৩ তারিখের ৬১৫ নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা নির্দেশ প্রদান করায়	১
সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তথ্যপ্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট নয় বিধায়	২
চলমান অর্থবছরের হিসাবাদি জুলাই ২০২৩ এর পরে প্রাপ্তিযোগ্য হওয়ায়	১
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিধায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ না হওয়ায়	৬
সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ফৌজদারী আইনের আওতাভূক্ত হওয়ায়	২
সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(খ) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ নয় বিধায়	১
ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য হওয়ায়	১
প্রত্যাহারকৃত অভিযোগ হওয়ায়	৩
নথিজাত করার নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত	১৫
মোট =	৩৬২

৫.১২ (খ) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর মূল কার্যক্রম হলো তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ। দেশের নাগরিকগণ এই আইন ব্যবহার করে সঠিক তথ্য লাভ করতে করেন তারই ধারাবাহিকতায় কাজ করছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। কমিশনে অনেক সময় দেখা যায় যে, নাগরিকগণ সঠিকভাবে তথ্যের জন্য আবেদন, অভিযোগ করেন না কিংবা বিভিন্ন ধরনের আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতিও দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারার তথ্যের আওতাভুক্ত নয় অর্থাৎ অভিযোগকারী যে সকল তথ্য চেয়েছেন তা 'তথ্য' হিসেবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এছাড়াও

'আপীল কর্তৃপক্ষ' কে তা নিয়ে নাগরিকের মাঝে অস্পষ্টতা, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করা, ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য কমিশন অভিযোকারীদের পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করে থাকেন। অভিযোগগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'তথ্য' ও 'আপীল কর্তৃপক্ষ'- এই দু'টি বিষয় এখনও আবেদনকারীদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই দু'টি বিষয়ে যদি জনগণের মাঝে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়, তাহলে একদিকে জনগণের তথ্য চাওয়ার বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সহজতর হবে। আর এ জন্যই কমিশন থেকে নিয়মিত জেলা, উপজেলায় গিয়ে জনঅবহিতকরণ করা হয়ে থাকে।

৫.১৩ তথ্য কমিশন বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর অনুকূলে বরাবদ্দকৃত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

কোড নং	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১৬৪.০০	৮২.০০	৬৯.০৭
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১৭১.১০	৮৫.৫৬	৬৪.০০
৩৬৩১১০৩	সরবরাহ ও সেবা	৪৯০.৫০	২৪৫.২৪	৯২.৪৬
৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা (সিপিএফ) সহায়তা	৬৫.০০	৩২.৫০	৩.৬৬
৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	৩.০০	১.৫০	০.০০
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	৫.৪০	২.৭০	০.০০
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	১০.০০	৫.০০	০.৯৪
৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১০.০০	৫.০০	০.০০
৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	১০.০০	৫.০০	২.৯৯
	সর্বমোট =	৯২৯.০০	৪৬৪.৫০	২৩৩.১২

৫.১৪ তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক অভিযোগ শুনানী করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানীঅন্তে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা আরোপ করা হয়, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ধারা ২৫ মোতাবেক তথ্য কমিশন বাংলাদেশে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ ধারা ২৭ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় অথবা বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৯৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে ১৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৫ তথ্য কমিশন বাংলাদেশঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ

২০২৩ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে এমন কিছু সিদ্ধান্তপত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সিদ্ধান্তপত্র সমূহ তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd এ সাথে সাথেই দেয়া হয়ে থাকে।

কেস স্টাডিঃ ১

অভিযোগ নম্বরঃ ১০২/২০২৩

অভিযোগকারী ০১-০২-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: নূর ইসলাম, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, লিলির মোড়, দিনাজপুর বরাবর রেজি: ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন যা সরাসরি উল্লেখ করা হলো-

" ক) **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক দাপ্তরিক গোপনীয় এ্যাক্ট অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হবে, যদি ভুল ও মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হয়। ২২/১২/২০২০ ইং তারিখে অত্র কৃষি ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক অসিত কুমার সরকার চাহিত তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত সময়ে ১২৬৮ জন কৃষকের কৃষি হিসাব রয়েছে উহার মধ্য হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অত্র শাখা হতে ২২২ জন কৃষকের সরাসরি যাহা ১৭৬.৬৫/- লক্ষ (এক কোটি ছিয়াত্তোর লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টাকা) কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। সঠিক তথ্য এবং উক্ত কৃষি হিসাব ধারি বাকি কৃষকদের কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদনের পরেও কৃষি ঋণ না পাওয়ার কারণ।**

খ) উক্ত কৃষি ব্যাংক শাখায় বর্তমানে সর্বমোট কতজন ঋণ গ্রহিতা রয়েছে এবং উহার মধ্য হতে কৃষক কতজন ঋণ গ্রহিতা রয়েছেন সে তথ্য।

গ) গত ২০১৯ সাল হতে ২০২৩ সাল জানুয়ারী মাস ৩১ তারিখ পর্যন্ত কোন কোন বছরে সর্বমোট কৃষি ঋণ কতজন কৃষককে দেওয়া হয়েছে ও কোন কোন বছরে সর্বমোট কত টাকা করে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে তথ্য। গত ২০১৯ সাল হতে ২০২৩ সাল জানুয়ারী মাস ৩১ তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য ঋণ কোন কোন বছরে সর্বমোট কতজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে ও কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে পৃথক ভাবে সে তথ্য।

ঘ) উক্ত কৃষি ঋণ গ্রহিতার নামের তালিকা ও মোবাইল ফোন নাম্বার। তথ্যগুলি ব্যক্তিগত তারপরও যেহেতু গত ২০২২ সাল ২৩ নভেম্বর হাইকোর্ট রায় দেন, রায়ে বলা হয়েছে ব্যাংকের টাকা জনগণের। অর্থাৎ জনগণের টাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক কাকে দিচ্ছে তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। "

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০২-২০২৩ তারিখ জনাব মো: শাখওয়াত হোসেন, জোনাল ব্যবস্থাপক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, জোনাল কার্যালয়, দিনাজপুর জোন (উত্তর) বরাবর রেজি: ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ১৪-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১১-০৯-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। ক্রমিক 'ঘ' এর তথ্য তিনি পাননি।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর যাচিত ক্রমিক নং 'ঘ' এর তথ্য ব্যক্তিগত বিধায় ক্রমিক নং 'ঘ' এর তথ্য ব্যতিত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের মধ্যে 'ঘ' ক্রমিক ব্যতিত অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। এমতাবস্থায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে মোবাইল নম্বর ব্যতিত অভিযোগকারীর যাচিত 'ঘ' ক্রমিক এ যাচিত তথ্য যথানিয়মে সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মোবাইল নম্বর ব্যতিত অভিযোগকারীর যাচিত ক্রমিক নং 'ঘ' এর তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মো: নূর ইসলাম, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, লিলির মোড়, দিনাজপুর-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ২

অভিযোগ নম্বর: ১০৭/২০২৩

অভিযোগকারী ১৪-০৩-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পবা, রাজশাহী বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন:

"১) চলমান অর্থবছরে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আদিবা আনজুম মিতা কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান কত?
২) বরাদ্দকৃত অর্থ যে সকল উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে/ হচ্ছে সেই কাজের তালিকা।
৩) ত্রাণ দুর্যোগ ও পুনর্বাসন, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উপজেলা পর্যায়ে চলমান অর্থবছরে বরাদ্দ।

৩) ত্রাণ দুর্যোগ ও পুনর্বাসন, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উপজেলা পর্যায়ে চলমান অর্থবছরে বরাদ্দ।

৪। বরাদ্দকৃত অর্থ যে সকল উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে/ হচ্ছে সেই তালিকা এবং উন্নয়নমূলক কাজ যে সকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান করেছে/ করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম।"

- উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আবু বাশির, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পবা, রাজশাহী ২০-০৩-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারীকে একটি জবাব প্রদান করেন। উক্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হতে পেরে অভিযোগকারী ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে জনাব মো: সালাহ উদ্দীন আল ওয়াদুদ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাজশাহী বরাবর আপীল আবেদন করেন। অত:পর আপীল কর্তৃপক্ষ ৩০-০৪-২০২৩ তারিখে ৫১.০১.৮১০০.০২৫.১১.০০৩.২০-২৬৯ নং স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার, পুঠিয়া/ পবা/ চারঘাট, রাজশাহী কে পত্র প্রেরণ করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ১৬-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-০৯-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি কমিশন থেকে সমন পাবার পর সকল তথ্য পেয়েছেন।

- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর মোবাইল নং বন্ধ পেয়েছিলেন বিধায় তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি গত ১১-০৯-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রদান করলেও তথ্য সরবরাহে তার অমনোযোগিতা ও অসহযোগিতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায়, তথ্য প্রদানে অবহেলা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায় এবং অভিযোগকারী তথ্য পাওয়ায় অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো:-

১। অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়মে তথ্য সরবরাহ না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অমনোযোগিতা ও অসহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন। এমতাবস্থায়, তথ্য সরবরাহে অবহেলা করার জন্য জনাব মো: আবু বাশির, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পবা, রাজশাহী-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

২। এই সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-কে প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডিঃ ৩

অভিযোগ নম্বরঃ ১১৮/২০২৩

অভিযোগকারী ৩০-০৩-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এ.কে.এম তৈফিকুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, রাজবাড়ী বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

" ক) রাজবাড়ী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব অহীন্দ্র কুমার মন্ডল এর ১৫-০১-২০২৩ তারিখ হতে ৩০-০৩-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত হাজিরা খাতার ফটোকপি (সত্যায়িত)।

খ) উক্ত সময়ের মধ্যে ছুটিতে থাকলে ছুটির ধরন এবং দিন সম্পর্কিত তথ্য। "

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৪-২০২৩ তারিখ জনাব মীর্জা মোঃ হাসান খসরু, বিভাগীয় উপ পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।
- তথ্য কমিশনের গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-০৯-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির থাকায় পরবর্তী ০৪-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন মর্মে পত্র প্রেরণ করে গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি কর হলো।

কেস স্টাডিঃ ৪

অভিযোগ নম্বরঃ ১১২/২০২৩

অভিযোগকারী ০৬-০২-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুন্ডুমালা পৌরসভা, তানোর, রাজশাহী বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

" ১) চলমান অর্থবছরে এডিপি ও রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে/ হয়েছে সেই তালিকা।
২) চলমান অর্থবছরে পৌরসভার ইস্যুকৃত চেক ও বিল ভাউচারের ফটোকপি।
৩) সর্বশেষ অডিট অনাপত্তি পত্রের ফটোকপি।"

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৪-২০২৩ তারিখে পৌর মেয়র ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মুন্ডুমালা পৌরসভা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-০৯-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংযুক্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অনুপস্থিত থাকায় পরবর্তী ০৪-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- শুনানীতে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য পেয়েছেন।
- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি কর হলো।

কেস স্টাডিঃ ৫

অভিযোগ নম্বরঃ ১৯৫/২০২৩

অভিযোগকারী ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপ-পরিচালক (দানাদার শস্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা- ১২১৫ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

" ১) **ক. সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও মেয়াদকাল। বরাদ্দপ্রাপ্ত টাকা ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাবসহ বর্ণনা (বছরওয়ারী পৃথক পৃথক)**

খ. প্রকল্পের অধীনে সোলার সেচ প্রদর্শনী-১০৫ টি, বারিড পাইপ, সেচ প্রদর্শনী-৫০০ টি এবং ৪০৮ টি ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী করা হয়। এসকল প্রদর্শনীতে ব্যয়ের পরিমান (পৃথক-পৃথক)। প্রদর্শনীর স্থান ও প্রদর্শনী কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগের ঠিকানাসহ নামের তালিকা।

২) **ক. ২৫ টি পাতকুয়া খনন বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ। কোন কোন এলাকায় পাতকুয়া খনন করা হয়েছে, পুর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ তালিকা।**

খ) **পাতকুয়া খনন কাজে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সের কপি, কার্যাদেশ পত্রের ফটোকপি।"**

- নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৭-২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ বরাবর আপীল আবেদন করেন। অত:পর জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস, উপপ্রকল্প পরিচালক, সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (পাইলট)(১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ০২-০৮-২০২৩ তারিখে ১২.০১.০০০০.০৩৯.১৮.০০১.২৩.৬৭৩ নম্বর স্মারকমূলে এবং জনাব মোছা: শারমীন আখতার, উপপরিচালক (দানাদার শস্য), ক্রপস উইং ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা ০৩-০৮-২০২৩ তারিখে ১২.১০.০০০০.০০৪. ০৪.০১৯.১৭ (চতুর্থ অংশ)-৩৪৫(২) নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য প্রদান করেন। উক্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে, অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ১৬-০৮-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ১৫-১০-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৫-১১-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- শুনানীকালে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন।
- শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, অভিযোগকারী অনেক তথ্য চেয়েছিলেন। যাচিত তথ্য তার নিকট সংরক্ষিত না থাকায় যথাসময়ে সরবরাহ করতে পারেননি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে অভিযোগকারীর যাচিত প্রদর্শনীতে ব্যয়ের পরিমান ও প্রদর্শনীর স্থান, পাতকুয়া প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমান, পাতকুয়ার হিসাব, যে যে এলাকায় পাতকুয়া দেয়া হয়েছে তার নাম ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম যথানিয়মে সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত প্রদর্শনীতে ব্যয়ের পরিমান ও প্রদর্শনীর স্থান, পাতকুয়া প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমান, পাতকুয়ার হিসাব, যে যে এলাকায় পাতকুয়া দেয়া হয়েছে তার নাম ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মোছা: শারমীন আখতার, উপ-পরিচালক (দানাদার শস্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেইট, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ (পাঁচ) কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ১৯৫/২০২৩ নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডি: ৬
অভিযোগ নম্বর: ১৪৫/২০২৩

অভিযোগকারী জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ মানিক, পিতা: মো: মমতাজ আলী, ঠিকানাঃ মহল্লা: সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা, ওয়ার্ড নম্বর- ০৮, ডাকঘর: সুন্দরগঞ্জ, উপজেলা: সুন্দরগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা গত ২৩-০২-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী (বিএডিসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সেচ কমিটি; সুন্দরগঞ্জ, জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস, গাইবান্ধা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"ক) জনাব মো: বকুল মিয়া, পিতা- মৃত নুরুল হক, গ্রাম: পূর্ব বেলকা, উপজেলা- সুন্দরগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধাকে যে, ১৬৯২ নম্বর সেচ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে লাইসেন্স পাবার জন্য তিনি কত তারিখে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে আবেদন করেছিলেন? উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উক্ত আবেদন কত তারিখে কোন পত্রের আলোকে

সভাপতি, উপজেলা সেচ কমিটি মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেছেন? সভাপতি মহোদয় উক্ত আবেদন আপনার নিকট কত তারিখে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন? উক্ত আবেদন ও পত্রের দলিলাদিসহ উহার তথ্যাদি।

খ) বিগত ১০-০২-২০২২ তারিখের সেচ কমিটির সভায় বাতিলকৃত আবেদন সমূহের মধ্যে আমার নিজ নামীয় অর্থাৎ মোস্তাইন বিল্লাহ মানিক, পিতা: মো: মমতাজ আলী ও মোছা: জামিলা খাতুন, পিতা: মো: পনির উদ্দিন এবং মোছা: আফরুজা বেগম পিতা: মো: আবু সামা মিয়া, সকলের সাং- চোরতাবাড়ী, উপজেলা- সুন্দরগঞ্জ, জেলা- গাইবান্ধাগণের আবেদনের যে কোন পাতার অনুলিপি।

গ) সেচ নীতিমালা অনুযায়ী একটি সেচ লাইসেন্স এর আবেদন বিধি মোতাবেক না হওয়ার কারনে বা আবেদনকারী জালিয়াতির মাধ্যমে লাইসেন্স প্রাপ্ত হলে উক্ত আবেদন/লাইসেন্স বাতিল না করে সংশোধন করা যায় কি না? উহার তথ্যাদি।

ঘ) সেচ নীতিমালা অনুযায়ী একটি অগভীর নলকূপ হইতে অন্য একটি অগভীর নলকূপ এর দূরত্ব কত ফিট? উক্ত নলকূপের আওতাধীন কত বিঘা আবাদী জমি থাকতে হয়।

ঙ) বিগত ১০-০২-২০২২ ও ০৩-০৩-২০২২ তারিখে উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত/ বাতিলকৃত/ পুন: তদন্তের আবেদনের তালিকা ও রেজুলেশন।

চ) ১০-০২-২০২২ তারিখ হইতে অদ্যবধী পর্যন্ত গৃহিত সেচ লাইসেন্স এর আবেদন সমূহের এন্ট্রি রেজিস্টারের ফটোকপি।

ছ) লাইসেন্স প্রদান রেজিস্ট্রারের ১৯৩০ ও ১৯৩১ নম্বর সেচ লাইসেন্স এর সরবরাহকৃত রেজিস্টারের ফটোকপি।"

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৩-০৪-২০২৩ তারিখে জনাব মো: জাকী সিদ্দিকী, সদস্য সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি অফিস, গাইবান্ধা (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়ন, গাইবান্ধা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্মকর্তার নিকট থেকেও তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্য পাওয়ার জন্য ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। গত ৩০-০৮-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৪-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সংযুক্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Zoom Apps ব্যবহার করে) সংযুক্ত হন নাই। পরবর্তী ১৯-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে সরেজমিনে তথ্য কমিশন ভবনে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয় একইসাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় পরবর্তী শুনানীতে উপস্থিতি নিশ্চিতের জন্য জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধাকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির হন। পরবর্তী ০৮-১১-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে তথ্য কমিশন ভবনে শুনানীর জন্য অভিযোগকারী ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষসহ ০৪ জনকে সমন জারী করা হয়।

০৫। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণবশত সরেজমিনে শুনানীর পরিবর্তে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

০৬। ০৮-১১-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হন।

০৭। অভিযোগকারী জানান, তিনি তার যাচিত তথ্য পাননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য দেননি। তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মো: গোলাম রব্বানী, সহকারী প্রকৌশলী জানান যে, তিনি ০১-০৭-২০২৩ তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করেন। যে সময়ে ঐ ব্যক্তি আবেদন করেছেন সেই সময় তিনি কর্মরত ছিলেন না। তবে কমিশনের সমন পাওয়ার পর আবেদনের বিষয়টি জানতে পারেন। পরবর্তীতে তথ্য সরবরাহের জন্য ০১-১১-২০২৩ তারিখে আবেদনকারীকে তথ্যমূল্য পরিশোধের জন্য চিঠি দিয়েছেন।

০৮। অপরদিকে, পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী জানান, তিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তথ্য দিতে পারেননি। তবে তিনি তথ্য দেয়ার জন্য বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে চিঠি দিয়েছেন। "*তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯*"এর ৭ এর (ছ),(জ),(ঝ), (ঠ) ধারা অনুযায়ী "ক" ক্রমিকের চাহিত তথ্য প্রদানযোগ্য নয়। তিনি আরও জানান, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নন, নির্বাহী প্রকৌশলী হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

০৯। নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: জাকী সিদ্দিকী জানান যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট থাকে না। উক্ত তথ্য থাকে উপজেলা সেচ কমিটির নিকট। পরবর্তীতে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য উপজেলা অফিসের সেচ কমিটির নিকট থেকে সংগ্রহ করে অভিযোগকারীর নিকট সরবরাহ করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী-কে নির্দেশনা দিয়েছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে অভিযোগকারী, প্রতিপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে শোনা হলো। শুনানীঅন্তে প্রতীয়মান হয় যে, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য হলেও প্রতিপক্ষ পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য সরবরাহ করেননি এবং তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ভবিষ্যতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে নির্দেশ দেয়া যায় এবং তাকে সতর্ক করা যায়। অভিযোগকারীকে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করার জন্য বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এছাড়াও ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য সরবরাহ না করায় পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী (বিএডিসি), বোয়ালমারী, ফরিদপুর-কে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা করা যায় এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: জাকী সিদ্দিকী-কে অব্যাহতি দেয়া যায়।

অতএব,

সিদ্ধান্ত হয় যে,

০১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ '*তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯*' অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মো: গোলাম রব্বানী, সহকারী প্রকৌশলী (বিএডিসি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সেচ কমিটি; সুন্দরগঞ্জ, জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস, গাইবান্ধা-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

০২। *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

০৩। *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ২৭ (১)(ঙ) ধারা মোতাবেক ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য সরবরাহ না করে তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় পূর্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী, বোয়ালমারী ক্ষুদ্র সেচ জোন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বোয়ালমারী, ফরিদপুর-কে ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। সেই সাথে ভবিষ্যতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য জনাব মো: গোলাম রব্বানী, সহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিএডিসি, সেচ ভবন, গাইবান্ধা-কে সতর্ক করা হলো এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

০৪। উক্ত জরিমানার অর্থ ট্র্যাজারী চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ১-৩৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য জনাব আফিদ কামরুল আশরাফী, সহকারী প্রকৌশলী, বোয়ালমারী ক্ষুদ্র সেচ জোন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বোয়ালমারী, ফরিদপুর-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

০৫। এই সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো।

অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত **১৪৫/২০২৩** নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৭

অভিযোগ নম্বরঃ ১৬৬/২০২৩

অভিযোগকারী জনাব আনিছুর রহমান, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক দেশের কণ্ঠ, পিতা: মো: খলিলুর রহমান, ঠিকানা: দৈনিক দেশের কণ্ঠ, প্রধান কার্যালয়-৫৫/এ, এইচ, এম সিদ্দিক ম্যানশন (৮ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ গত ০৩-০৪-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ডি আর টাওয়ার (১২ তলা), ৬৫/২/২ পুরানা পল্টন, বক্স কালভাট রোড, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"ক। আপনার প্রতিষ্ঠান ২০২১ ও ২০২২ ইংরেজী বছরে যে সমস্থ বীমা গ্রাহকদের বীমা দাবী পরিশোধ করেছেন, তাদের নাম, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা, অডিট রিপোর্ট, পরিশোধকৃত টাকার পরিমানসহ বিস্তারিত বর্ণনা।

খ। আপনার প্রতিষ্ঠানের ২০২১ ও ২০২২ ইংরেজী বছরের খাতওয়ারী আয়-ব্যয়ের হিসাব।"

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৫-২০২৩ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ডি আর টাওয়ার (১২ তলা), ৬৫/২/২ পুরানা পল্টন, বক্স কালভাট রোড, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৭-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

গত ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৬-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী (Zoom Apps ব্যবহার করে) সংযুক্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংযুক্ত হলেও তাকে শোনা যায়নি। পরবর্তী ৩০-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে তথ্য কমিশন ভবনে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

নির্ধারিত ৩০-১০-২০২৩ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কমিশনে শুনানীতে হাজির হন এবং বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, প্রতিবছর কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আভিযোগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য-উপাত্তের জন্য কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীতে প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর বক্তব্য শোনা হলো। শুনানীঅন্তে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইতোমধ্যে অভিযোগকারীকে কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। অধিকন্তু, বীমা গ্রাহকদের সংখ্যা এবং পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ সরবরাহযোগ্য। এমতাবস্থায়, যে সকল বীমা গ্রাহকদের বীমা দাবি পরিশোধ করেছেন তাদের সংখ্যা ও পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া যায় এবং অভিযোগকারীর তথ্যপ্রাপ্তি লিখিতপূর্বক ই-মেইলের মাধ্যমে কমিশনকে অবহিত করণের নির্দেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

অতএব,

সিদ্ধান্ত হয় যে,

০১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে যে সকল বীমা গ্রাহকদের বীমা দাবি পরিশোধ করেছেন তাদের সংখ্যা ও পরিশোধকৃত টাকার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য অভিযোগকারীকে *'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'* অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন জনাব মোল্লা মো: শরীফ, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ডি আর টাওয়ার (১২ তলা), ৬৫/২/২ পুরানা পল্টন, বক্স কালভাট রোড, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশ দেয়া হলো।

০২। *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

০৩। অভিযোগকারীর তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে ই-মেইলে কমিশনকে অবহিত করার জন্য জনাব মোল্লা মো: শরীফ, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ডি আর টাওয়ার (১২ তলা), ৬৫/২/২ পুরানা পল্টন, বক্স কালভাট রোড, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশ দেয়া হলো।

উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে, অভিযোগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত **১৬৬/২০২৩** নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৮

অভিযোগ নম্বরঃ ২০২/২০২৩

অভিযোগকারী জনাব এ এস এম আলমগীর, পিতা: এ কে এম শাহজাহান, ঠিকানা: পুরাতন বাজার, উপজেলা: বিরামপুর, জেলা: দিনাজপুর গত ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে, এজিএম (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, দিনাজপুর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"(ক) দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর অধীনে ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের ২০ জুন পর্যন্ত কোন উপজেলায় কোন আইন, বিধিমালা, পরিপত্র, আদেশের আলোকে এবং কি কি দালিলিক তথ্যের ভিত্তিতে কতটি শিল্প এবং বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের দালিলিক তথ্যসহ নাম ঠিকানা। (উপজেলা ভিত্তিক, সাল ওয়ারী উল্লেখপূর্বক)।"

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৭-২০২৩ তারিখে জনাব মো. শহীদ উদ্দিন, জেনারেল ম্যানেজার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ফুলবাড়ি, বিরামপুর, দিনাজপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। গত ১৫-১০-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৫-১১-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। ১৫-১১-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হন।

০৪। অভিযোগকারী জানান, তিনি তার যাচিত তথ্য পাননি। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, বিদ্যুৎ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পরিবেশ ছাড়পত্র ব্যতীত তারা শিল্প ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারেন। বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার তালিকা তাদের কাছে থাকে না। সেটা ভিন্ন একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে থাকে। তবে তার জন্য ফি প্রয়োজন।

০৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আরও জানান, সফটওয়্যার কোম্পানীর নিকট থেকে তথ্য ডাউনলোড করলে সেখানে সংযোগ গ্রহীতাদের নাম, ঠিকানা সবই থাকে। সেখান থেকে তথ্য গুলো আলাদা করে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে শোনা হলো। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

অতএব,

সিদ্ধান্ত হয় যে,

০১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ ***'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'*** অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম, এজিএম (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, দিনাজপুরকে নির্দেশ দেয়া হলো।

০২। *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত **২০২/২০২৩** নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৯

অভিযোগ নম্বরঃ ১৭৬/২০২৩

অভিযোগকারী জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম ইমন, বিশেষ প্রতিনিধি (বীকনবাংলা২৪.কম), ঠিকানা: ৫০৩/৫, বাগানবাড়ী আবাসিক এলাকা, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭ গত ০২-০৫-২০২৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, জেলা কার্যালয়, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"২.১) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পাবলিক লাইব্রেরী এর নতুন ভবন নির্মাণের জন্য আহবানকৃত দরপত্রের নোটিশের কপি;

২.২) National Development Engineering Ltd.বা NDE-সহ কতগুলো প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল সে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম, ব্যবসায়িক ঠিকানা ও যোগাযোগের মাধ্যমের তথ্য;

২.৩) কত শতাংশ উচ্চমূল্যে NDE কাজটি পেয়েছে তার দালিলিক প্রমাণসহ তথ্য;

২.৪) প্রকল্পটির জন্য সরকারীভাবে যে রেট, কোটেশন ছিল তার দালিলিক প্রমাণসহ তথ্য;

২.৫) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পাবলিক লাইব্রেরী এর নতুন ভবন নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তপত্রের কপি;

২.৬) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পাবলিক লাইব্রেরী এর নতুন ভবন নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্যাদের নাম, পদবী, যোগাযোগের মাধ্যমের তথ্য;

২.৭) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গণপুর্ত ডিভিশন-৪ এর জন্য Annual Procurement Plan বা App-বরাদ্দ কত ছিল তার বিস্তারিত তথ্য দালিলিক প্রমাণসহ;

২.৮) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গণপুর্ত ডিভিশন-৪ এর জন্য Annual Procurement Plan বা App-বরাদ্দে কি কি কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য দালিলিক প্রমাণসহ;

২.৯) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গণপুর্ত ডিভিশন-৪ এর জন্য Annual Procurement Plan বা App-বরাদ্দে কি কি Repairing- এর কাজ হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য দালিলিক প্রমাণসহ তথ্য।"

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পাওয়ায় গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও যাচিত সকল তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে ১৬-০৭-২০২৩ তারিখে (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

গত ০৫-০৯-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১০-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

২৬-১০-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারী ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হন।

অভিযোগকারী ই-মেইলের মাধ্যমে কমিশনে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন দিয়েছেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে প্রতিপক্ষ পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)-কে শোনা হলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

অতএব,

সিদ্ধান্ত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ইতোমধ্যে তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে, অভিযোগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত **১৭৬/২০২৩** নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ১০

অভিযোগ নম্বরঃ ১৯৮/২০২৩

অভিযোগকারী জনাব মো: জাহিদুল হক চন্দন (জেলা প্রতিনিধি), দীপ্ত টিভি, পিতা: মো: সাইদুল হক চানু, ঠিকানা: ৬৭/২, শহীদ স্মরণী সড়ক, মানিকগঞ্জ গত ১৫-০৫-২০২৩ তারিখে *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ৮(১) ধারা অনুসারে, জনাব সেলিনা সাঈয়েদা সুলতানা আক্তার, জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা শিল্পকলা একাডেমী, মানিকগঞ্জ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"ক) নিম্নে উল্লেখিত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেয়া মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন কর্মসূচি/ অনুষ্ঠানসমূহের বরাদ্দের পরিমান, বাস্তবায়নের তারিখ ও বিবরণসহ খরচের তথ্য ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ। বিল, ভাউচারের কপি ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের বিস্তারিত তথ্য ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ।

১। পরিবেশ থিয়েটার ২। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজন ৩। জেলার সাংস্কৃতিক উৎসব ৪। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৫ টি নতুন গান রেকর্ড ৫। জেলার বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন ৬। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরূদ্ধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ৭। "সোনার বাংলা চাই" শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন। ৮। ২০৪১ বাংলাদেশ হবে নান্দনিক শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন। ৯। সাইবার অপরাধের বিরূদ্ধে শিল্প শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন। ১০। আর্ট এগেইনস্ট করোনা শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন ১১। নদী মাতৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ১২। বটতলা কেন্দ্রীক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৩। শিল্পের শহর শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৪। জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তের বিরূদ্ধে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৫। ইনটেনজিবল ও টেনজিবল কালচারাল হ্যারিটেজ শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৬। স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রদের নিয়ে উচ্চারণ ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৭। তৃণমূল মানুষের জন্য শিল্প-সংস্কৃতি শিক্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১৮। আর্ট ক্যাম্প ১৯। থিয়েটার এগেইনস্ট করোনা।

খ) ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেয়া মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে বিভিন্ন কর্মসূচি/অনুষ্ঠানসমূহের নাম, বরাদ্দের পরিমান, বাস্তবায়নের তারিখ ও বিবরণসহ খরচের তথ্য ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ। বিল, ভাউচারের কপি ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের বিস্তারিত তথ্য-ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ।

গ) ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেয়া মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন কর্মসূচি/ অনুষ্ঠানসমূহের নাম, বরাদ্দের পরিমাণ, বাস্তবায়নের তারিখ ও বিবরণসহ খরচের তথ্য ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ। বিল, ভাউচারের কপি ও অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের বিস্তারিত তথ্য ই-মেইলে সরবরাহ করার অনুরোধ।

যেহেতু মূল কপির ফটোকপি চাওয়া হয়নি। সেহেতু সরবরাহকৃত সকল তথ্য বিনামূল্যে ই-মেইলে পেতে চাই। ই-মেইলে সরবরাহকৃত প্রতিটি কাগজের পৃষ্ঠা/ফটোকপি/ছায়াকপি/ডকুমেন্টস/পিডিএফ ফাইল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত করে দেওয়া অনুরোধ।"

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সেলিনা সাঈয়েদা সুলতানা আক্তার, জেলা কালচারাল অফিসার, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, মানিকগঞ্জ ০৯-০৬-২০২৩ তারিখে ৪৩.২০.৫৬০০.০০১.১৬.১০৫.১৫ স্মারকমূলে জনাব মো: জাহিদুল হক চন্দন-কে "উল্লেখ্য *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯* এর ৯ (৯) ধারা অনুযায়ী অবশিষ্ট তথ্য প্রদানযোগ্য না হওয়ায় প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যয় ভাউচার শুধুমাত্র কেন্দ্রে প্রেরণ ও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংরক্ষিত থাকে" মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী ১৯-০৬-২০২৩ তারিখে জনাব লিয়াকত আলী লাকি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-০৮-২০২৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। গত ১৫-১০-২০২৩ তারিখের কমিশন সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৫-১১-২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। ১৫-১১-২০২৩ তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ভার্চুয়াল শুনানীতে সংযুক্ত হন।

০৪। অভিযোগকারী জানান, তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। বরাদ্দের পরিমাণ ই-মেইলে পেয়েছেন কিন্তু বিল-ভাউচার পাননি।

০৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান, আইন অনুযায়ী যাচিত তথ্য যতটুকু প্রদানযোগ্য তিনি তা অভিযোগকারীকে ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করেছেন। বিল-ভাউচারের কপি নোটশীটের মাধ্যমে সভাপতি বরাবর দাখিল করেছেন তাই তিনি বিল-ভাউচারের কপি সরবরাহ করেন নি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে শোনা হলো। যেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বিল-ভাউচার ব্যতীত সকল তথ্য সরবরাহ করেছেন সেহেতু বিল-ভাউচার আলাদা করে দেয়ার অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে সকল হিসাব বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রদানের নির্দেশ দিয়ে এ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

অতএব,
সিদ্ধান্ত হয় যে,

০১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ এবং সকল হিসাব বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক '*তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯*' অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব সেলিনা সাঈয়েদা সুলতানা আক্তার, জেলা কালচারাল অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা শিল্পকলা একাডেমী, মানিকগঞ্জ- কে নির্দেশ দেয়া হলো।
০২। *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯* এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত **১৯৮/২০২৩** নম্বর অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

৫.১৬ (ক) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩-এ আইনের প্রাধান্যের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তারপরেও তাদের মনোজগতের চাকুরী বিধি ইত্যাদির কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য সরবরাহের বিষয়ে সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন।

২। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০-এ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিভাবে তথ্য সরবরাহ করবেন সে বিষয়ে ধারা-০৯ এ উল্লেখ থাকলেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহ করতে হবে কিনা বা তথ্য সরবরাহে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হবে কিনা এই বিষয়গুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মাঝে দ্বিধা সৃষ্টি করে।

৩। কর্মকর্তাগণের ক্রমাগত বদলী অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বদলী হয়ে গিয়েছেন এবং নতুন কর্মকর্তা যোগদান করলে তিনি আবেদন সম্পর্কে অবগত না থাকায় নাগরিকগণ যথাসময়ে তথ্য পান না। অপর দিকে দেখা যায়, নতুন কর্মকর্তা ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখেন না অথবা নতুন যোগদানের কারণে অত্র দপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য সরবরাহের বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন যার ফলে নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হয়।

৪। ওয়েবসাইট থাকা সত্ত্বেও স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ না করে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে।

৫। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য মানসিক ও গোপনীয়তার সাংস্কৃতিক বাধা দূর করতে হবে।

৬। তথ্য গোপন করা হলে মানুষের কর্মদক্ষতা কমে যায় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুণগত বিবেচনার অভাব দেখা দেয়, সুশাসনের জন্য যা অন্তরায়।

৭। কমিশনের সীমিত জনবল তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা।

৮। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য সরবরাহে কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য কোন ভাতার ব্যবস্থা না থাকা।

৯। তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য একটি কার্যকর ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতি অনুসরণ করা।

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট, যেমন-ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার, কম্পিউটার, প্রিন্টার এসবের অভাব রয়েছে।

১১। তথ্য অধিকার আইনটির যথাযথ প্রচার এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকা। যাতে দেশের সকল স্তরের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে অবগত থাকে।

১২। তথ্য প্রাপ্তিতে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা। কারণ অনেক সরকারি অফিসে গিয়ে সাধারণ জনগণ তথ্য চাইতে এখনো ভয় পায়।

৫.১৬ (খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সুপারিশসমূহ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন বাংলাদেশে সুপারিশসমূহ:

১। জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য তথ্য কমিশন বাংলাদেশের জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং অবকাঠামোর পরিধি বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশন বাংলাদেশের বিভাগীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২। আইনটিকে দ্রুত ও গতিশীল করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত আর্থিক বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উৎসাহ প্রদান করা, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৩। তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। 'স্বপ্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এর ফলে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের আগ্রহও সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করে তথ্য কমিশন বাংলাদেশের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪। তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সাফল্যের দৃষ্টান্ত প্রচার করে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৫। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূকে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অধিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬। অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রপ্তিতে Online Tracking System সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে চালুর প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার করা যেতে পারে।

শেষ কথা

তথ্য অধিকার আইন একটি জনবান্ধব আইন। এই আইন পাশের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হয়েছে। এটি রাষ্টের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর আইন। আইনটির প্রয়োগ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী। এই আইনটি যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এই আইনের মূল লক্ষ্য। আর জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন, জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে শুনানী গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। তথ্য কমিশন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পথচলা ও এর কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি নাগরিক সমাজসহ সকলকেই সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। সরকারি সকল কার্যক্রমে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার করে সামনের দিকে এগিয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয় হলো এই আইনের মূল চ্যালেঞ্জ। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি অফিসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করার জন্য তথ্য কমিশন বাংলাদেশ জোরালোভাবে ভূমিকা পালন করছে। এর ফলস্বরূপ দেশের তৃণমূল থেকে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ এখন তথ্য পেতে খুব একটা ভোগান্তির শিকার হন না। যার ফলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে দেশের সরকারি ও বেসরকারি অফিসমূহ স্বপ্রণোদিত হয়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। এখানেই তথ্য অধিকার আইনের স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য উন্মোচন ও উন্মুক্তকরণ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের একটি শক্তিশালী উৎস। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সামাজিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে কিভাবে সুফল লাভ করা যায় সে বিষয়েও জনসাধারণ স্বচ্ছ ধারণা ও কার্যকর কৌশল রপ্ত করতে এগিয়ে আসছেন। কমিশন গঠন করার পর থেকে জনগণের তথ্য পাওয়ার যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা বেড়েছে, তা সত্যিকার অর্থেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি বলা যায়, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

“তথ্য দিয়ে গড়ব দেশ
মিলবে সোনার বাংলাদেশ”

পরিশিষ্ট

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

**** তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক জারীকৃত আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ**

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
ঙ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
চ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
ছ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

**** তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ**

ক) তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত পুস্তিকা, প্রকাশকাল: ২০১২;
খ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ সম্বলিত বই (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১০;
গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্রেইল পদ্ধতি, প্রকাশকাল: ২০১২;
ঘ) তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, প্রকাশকাল: ২০১২;
ঙ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত বই: (ভলিউম-১, ২, ৩), প্রকাশকাল: ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪;
চ) তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮,২০১৯,২০২০,২০২১ এবং ২০২২ ;
ছ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১৩, ২০১৪;
জ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার (২০১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত);
ঝ) তথ্য অধিকার সহায়িকা;
ঞ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রনয়ণ;
ট) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা;
ঠ) আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা;
ড) কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা;
ঢ) নারীমুক্তি ও বাংলাদেশ: আইন বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার, প্রকাশকাল: ২০১৬:
ণ) Bangladesh: Reflection on the Right to information Act, 2009, প্রকাশকাল: 2015;
ত) আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ;
থ) তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা, প্রকাশকাল: ২০১৬;
দ) ক্যালেন্ডার প্রকাশ;

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত প্রচার কার্যক্রমসমূহ

ক) Text message, sms, TV scroll প্রচার: ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে জনগণ/ গ্রাহকদের Text message, sms প্রেরণ এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে TV scroll এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আরটিআই প্রচার: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন টক-শো/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়। এছাড়া আরটিআই বিষয়ক বিভিন্ন খবর/প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

গ) সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনউৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা-২০১৬, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, জেলা প্রশাসন আয়োজিত তথ্য মেলা ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঘ) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কনটেন্ট, ডকুমেন্টারিসমূহ তথ্য কমিশনসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে প্রচার করা হয়।

ঙ) ডকুমেন্টারি নির্মাণ- তথ্য অধিকার আইনের ১০ বছর পূর্তিতে প্রামাণ্যচিত্র- তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা।

চ) টিভিসি/টিভি ফিলার/গম্ভীরা নির্মাণ- তথ্য অধিকার, জনগণের অধিকার; তথ্য পাওয়া আমার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার-তথ্য এখন সবার; করবো না আর তথ্য গোপন-স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন।

ছ) নাটিকা নির্মাণ: এফএনএফ এর সহায়তায় তথ্য পেলেন কাশেম চাচা ।

জ) ভিডিও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি: ডিনেট এর সহায়তায়- ইনফোলেডি।

ঝ) পটগান নির্মাণ: রূপান্তর এর সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পটগান।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো

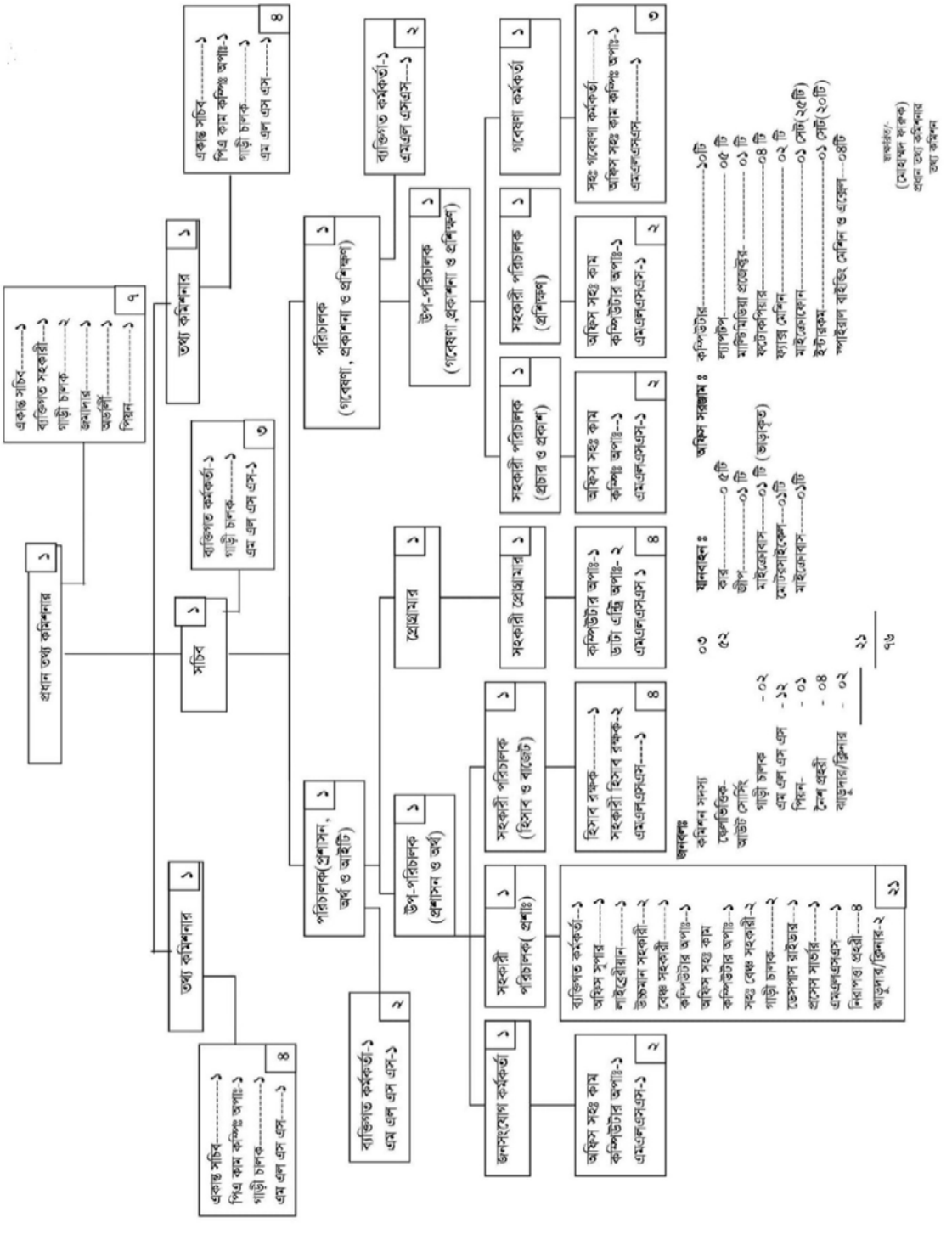

পরিশিষ্ট (গ)

প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১.	ডক্টর আবদুল মালেক প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	০২৪১০২৪৬৬২ (সরাসরি) ৪১০২৫৪১২ ০২-৪৮১১২০৩৭ (ফ্যাক্স)	-	০১৮১০০০৮০০৩ cic@infocom.gov.bd
২.	জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক তথ্য কমিশনার	১০২	৪১০২৪৬২৭	-	০১৭১৬-১৬৭৯০৭ ic1@infocom.gov.bd, zinuk64@gmail.com
৩.	জনাব মাসুদা ভাট্টি তথ্য কমিশনার	১০৩	৪১০২৪৬২৬	-	০১৮৯৪৭৬২২৮৪ ic2@infocom.gov.bd masuda.bhatti@gmail.com

তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
৪.	জনাব জুবাইদা নাসরীন সচিব	১০৪	৪১০২৪৬২৫	-	০১৭১২-৯৯৯০০১ secretary@infocom.gov.bd
৫.	ড. মোঃ আঃ হাকিম পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৪৮১১০৬২৯		০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com director.admin@infocom.gov.bd
৬.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৪১০২৫৪০১		০১৭৭৬২২৫৫০০ director.rpt@infocom.gov.bd
৭.	জনাব সোহানা নাসরিন উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১১৬	৪৮১১০৬৩১	-	dd.rpt@infocom.gov.bd
৮.	জনাব আসিফ মোহাম্মদ তথ্য কমিশনার জনাব মাসুদা ভাট্টি মহোদয়ের একান্ত সচিব	১১২	৪১০২৫৪০৭		০১৬৭৬৪১৩৫০৪ ps2ic@infocom.gov.bd
৯.	জনাব শাহাদাৎ হোসেইন প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব (অ.দা.)	১১০	৪৮১১০৬৪৭	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ps.cic@infocom.gov.bd
১০.	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম তথ্য কমিশনার জনাব শহীদুল আলম ঝিনুক মহোদয়ের একান্ত সচিব (অ.দা.)	১২২	৪৮১১০৬৪৬	-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১১.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৪৮১১০৬৪৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১২.	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৪১০২৫৪১০	-	১৭১৮-৭৮৩৫৮৮ ad.admin@infocom.gov.bd
১৩.	জনাব শাহাদাৎ হোসেইন সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩	৯১১৪৮৮৮	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.acc@infocom.gov.bd shphydu@yahoo.com
১৪.	জনাব রাবেয়া হেনা গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	৫৮১৫১০০৯	-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com

১৫.	জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৯১৩৭৩৩২		০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৬.	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার	১২২	৪৮১১০৬৪৬	-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৭.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২৪	৪১০২৫৪১২	–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ po1@infocom.gov.bd
১৮.	জনাব লাবনী সরকার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫৩		–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৯.	জনাব মুন্না রানী শর্মা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১		–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com
২০.	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	১২৬	-	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ aro@infocom.gov.bd
২১.	জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২২.	জনাব আসমা আক্তার লাইব্রেরীয়ান	১২৯	-	-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কম্পিউটার অপারেটর	১৫২	-	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ co1@infocom.gov.bd
২৪.	জনাব আবু রায়হান পিএ টু আইসি	-	-		০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
২৫.	জনাব শারমিন সুলতানা উচ্চমান সহকারী	১১৪	-	–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬ sarmin1985nu@gmail.com
২৬.	জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
২৭.	জনাব মোঃ মামুন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com
২৮.	জনাব মৌ-রানী বিশ্বাস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
২৯.	জনাব জাকিয়া সুলতানা লাখি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩০.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩১.	জনাব মোঃ জালাল শেখ গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩২.	জনাব মোঃ আবুল কালাম গাড়ীচালক	-	-	-	০১৮১৪-২০৩০০৩ ০১৭৬০-৭২৩৭৭৬
৩৩.	জনাব জীহান প্রামাণিক গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৩৪.	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৩৫.	জনাব মোঃ রুবেল শেখ প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৩৬.	জনাব মোঃ জামিল হোসেন জমাদার	-	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৩৭.	জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০

তথ্য কমিশনে কর্মরত আউট সোর্সিং -এ নিয়োজিত জনবলের তালিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
৩৮.	জনাব মোঃ মোজাফফর হোসেন গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬৫৬৫১৪২৪
৩৯.	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন) গাড়ীচালক	–	–	–	০১৭২০১২২৪২৯
৪০.	জনাব জয় ঘোষ পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
৪১.	জনাব রনি ঘোষ অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪২.	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৪৩.	জনাব মো: মারুফ খান অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৪৪.	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
৪৫.	জনাব মোছাঃ মর্জিনা খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
৪৬.	জনাব মোঃ সুমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
৪৭.	জনাব মোঃ আশিকুর রহমান আশিক অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
৪৮.	জনাব মোঃ সায়হাম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
৪৯.	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
৫০.	জনাব ফাতেমা আক্তার (সেতু) অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭১৪-২৯৭৭৬৩
৫১.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৪০২-১৪৭১৭৭
৫২.	জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন অফিস সহায়ক	-	-	-	০১৭৮৩-৫৯৭৭৪৫
৫৩.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
৫৪.	জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
৫৫.	জনাব মোঃ সেলিম মিয়া নৈশ প্রহরী	–	–	-	০১৭১৯৬৭৪৭৬২
৫৬.	জনাব শ্রী-রাজু ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
৫৭.	জনাব লতা রানী ক্লিনার	–	–	–	০১৭০৯-৯৪২০৭৬